জুন ২০২০ সংখ্যা

বি.আই.পি. নিউজলেটার

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)

- নির্বাহী সম্পাদকঃ পরিকল্পনাবিদ মোঃ রেজাউর রহমান।
- সম্পাদনা পরিষদঃ
  - পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ।
  - পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান।
  - পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ মুরাদ বিল্লাহ।
- গ্রাফিক্স ডিজাইনঃ রিতু সাহা, শিক্ষার্থী, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বদ্যিালয়
- কাভার ডিজাইনঃ তন্ময় সরকার
- সংবাদ সংগ্রহ ও গবেষণাঃ
  - পরিকল্পনাবিদ ইসরাত জাহান।
  - পরিকল্পনাবিদ হামিদুল হাসান নবীন।
  - পরিকল্পনাবিদ হোসনে আরা আলো।
  - পরিকল্পনাবিদ আতাহার আলী লিপু।
  - তন্ময় সরকার।

- সম্পাদকীয়
- বি.আই.পি. সংবাদ
  - বার্ষিক সাধারণ সভা ও ১৪ তম কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব গ্রহণ
  - ঢাকা শহরের বায়ু, পরিবেশ ও বসবাস যোগ্যতার প্রেক্ষিত সবুজ এলাকা, জলাশয়, খোলা উদ্যান ও কংক্রিট আচ্ছাদিত এলাকার বিদ্যমান অবস্থা' বিষয়ক বি.আই.পি.'র গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন
  - ঢাকার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনঃ নগর পরিকল্পনাবিদদের পক্ষ থেকে নাগরিক ইশতেহারঃ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন
  - সরকারীভাবে পরিকল্পনাবিদ পদ সৃষ্টি ও ঢাকা মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা সংশোধনী শীর্ষক মতবিনিময় সভা
  - আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদযাপন
  - চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম)
  - নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর দ্বিপাক্ষিক সভা
  - কোভিড-১৯ লাইভ ম্যাপ ও ড্যাশবোর্ড
  - কোভিড ১৯ আক্রান্তের দৈনিক মানচিত্র প্রকাশ
  - কোভিড ১৯ আক্রান্তের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস প্রকাশ
  - "করোনা-উত্তর নগর পরিকল্পনা" শীর্ষক ই-পরিকল্পনা সংলাপ
  - বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর 'করোনা দূর্যোগে মানবিক সহযোগিতা
  - পরিবেশ ও পরিকল্পনা শীর্ষক ই-পরিকল্পনা সংলাপ
  - করোনা দূর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) এর প্রস্তাবনা
- আন্তর্জাতিক সংবাদ
  - World Urban Forum-10 এ অংশগ্রহন
- বি.আই.পি. গবেষণা
  - 'ঢাকা শহরের বায়ু, পরিবেশ ও বসবাস যোগ্যতার প্রেক্ষিতঃ সবুজ এলাকা, জলাশয়, খোলা উদ্যান ও কংক্রিট আচ্ছাদিত এলাকার বিদ্যমান অবস্থা'- নিয়ে গোলটেবিল আলোচনা ও গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ
- সদস্য সংবাদ
- শোক সংবাদ
- একজন সফল পরিকল্পনাবিদ ড. তৌফিক এম. সেরাজঃ জীবন ও কর্ম
- বিশেষ প্রতিবেদন - ভিতরগড় দূর্গ- পরিকল্পিত নগরীর প্রতিচ্ছবি
- বি.আই.পি.'র ১৪ তম কার্যনির্বাহী পরিষদ পরিচিতি
- গণমাধ্যমে বি.আই.পি. সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সংবাদ সমূহ

সম্পাদকীয়

প্রিয় পরিকল্পনাবিদ,

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর পক্ষ থেকে সালাম ও শুভেচ্ছা রইল। বি.আই.পি.-র ১৪তম কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে **'বি.আই.পি. নিউজলেটার'** আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বি.আই.পি. নিউজলেটার একটি নিয়মিত প্রকাশনা। এর ধারাবহিকতায় আমাদের এবারের সংখ্যা। আমরা চেষ্টা করেছি একটু ভিন্নভাবে নিউজলেটার সাজাতে, শুধুমাত্র নিউজ এর বাইরেও কিছু প্রতিবেদন ও তথ্য সমৃদ্ধ লেখা প্রকাশের। সেজন্য এবারের নিউজলেটার আকার একটু বড় হয়েছে। এই নিউজলেটারে **ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে জুন ২০২০** পর্যন্ত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি) কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ঘটনাপ্রবাহকে তুলে ধরা হয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী পালনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০২০-২১ সালকে মুজিব বর্ষ হিসেবে পালনের ঘোষণা দিয়েছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১১ই জুলাই **"স্বাধীনতার অর্ধশতকে পরিকল্পিত উন্নয়নে আমাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি"** শীর্ষক আলোচনা সভা আয়োজন করেছে। মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা জানাচ্ছে।

বর্তমানে প্রতিবছর বাংলাদেশের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিকল্পনাবিদগণ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন, যারা সরকারি, বেসরকারি, উন্নয়ন সংস্থাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করছেন। ভবিষ্যতে পরিকল্পনাবিদদের কর্মদক্ষতাকে আরো ভালোভাবে কাজে লাগানোর জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

গতবছরের শেষদিক থেকে সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসের বৈশ্বিক মহামারী (কোভিড-১৯) দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিশ্বব্যাপী এর প্রাদুর্ভাব ও দ্রুত বিস্তারের কারণে বহু মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। বাংলাদেশও এই ভাইরাসের সংক্রমণে এবছরের মার্চ থেকে কার্যতঃ অচল হয়ে পড়ে। যার প্রভাব পড়েছে আমাদের জীবনযাত্রা, জীবিকা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে। বি.আই.পি.'র স্বাভাবিক কার্যক্রমেও এর প্রভাব পড়েছে। দ্রুত এই রোগের প্রভাব থেকে দেশ কাটিয়ে উঠবে এমন প্রত্যাশা করছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স।

নিউজলেটারের অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল-ত্রুটিসমূহকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবার জন্য আন্তরিক অনুরোধ রইল। সেই সাথে বি.আই.পি. নিউজলেটার এর পরবর্তী সংখ্যার জন্য আপনাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রত্যাশা করছি।

ধন্যবাদান্তে,

বি.আই.পি.-র ১৪তম কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষে

পরিকল্পনাবিদ মোঃ রেজাউর রহমান
বোর্ড সদস্য (রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)

২৭ ডিসেম্বর ২০১৯

বার্ষিক সাধারণ সভা ও ১৪তম কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর

চিত্রঃ বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের দায়িত্ব গ্রহণ।

গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ (শুক্রবার), বিকাল ০৩.০০ টায় রাজধানীর প্ল্যানার্স টাওয়ারে পরিকল্পনাবিদ পেশাজীবীদের জাতীয় শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র ২০১৯ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বি.আই.পি.-র ১৩তম কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত এই বার্ষিক সাধারণ সভায় ইনস্টিটিউটের বোর্ড সদস্য পরিকল্পনাবিদ মোঃ রবিউল আউয়াল এর সঞ্চালনায়, বার্ষিক সাধারণ সভার সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. এ কে এম আবুল কালাম।

বি.আই.পি.-র ১৩তম কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান ২০১৯ সালে বি.আই.পি.-র বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কে একটি বিশদ প্রতিবেদন পাঠ করেন। সাধারন সভায় উপস্থিত সকল পরিকল্পনাবিদ সদস্যদের সামনে বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বি.আই.পি.-র আয়-ব্যয়ের পর্যালোচনা সহ একটি পূর্নাঙ্গ অডিট রিপোর্ট উপস্থাপন করেন বি.আই.পি.-র বোর্ড সদস্য পরিকল্পনাবিদ তৌফিকুল আলম।

এরপর বি.আই.পি.-র ১৪তম কার্যনির্বাহীর পরিষদের নবনির্বাচিত প্রতিনিধি দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, বি.আই.পি.-র গঠনতন্ত্র মোতাবেক বিগত ১৩তম কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ দুই বছর পূর্ণ হওয়ায় গত ২৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে বি.আই.পি.-র কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দায়িত্বভার গ্রহনের পর নবনির্বাচিত প্রতিনিধিগণ বি.আই.পি.র সকল সদস্যদের কে ধন্যবাদ জানান। নবনিযুক্ত প্রতিনিধিগণ বি.আই.পি.কে আরও গতিশীল ও কার্যকরী পেশাজীবি সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এলক্ষ্যে সকল পরিকল্পনাবিদদের সার্বিক সহযোগীতা কামনা করেন। এ কার্যনির্বাহী পরিষদ আগামী দুই বছর তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।

০৪ জানুয়ারি ২০২০

ঢাকা শহরের বায়ু, পরিবেশ ও বসবাসযোগ্যতার প্রেক্ষিতঃ সবুজ এলাকা, জলাশয়, খোলা উদ্যান ও কংক্রিট আচ্ছাদিত এলাকার বিদ্যমান অবস্থা বিষয়ক বি.আই.পি.র গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন

দিনের পর দিন কংক্রিট আচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেইসাথে জলাভূমিও দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে। ঢাকা শহরের কেন্দ্রীয় নগর এলাকায় বর্তমানে কংক্রিট আচ্ছাদিত এলাকা, মোট এলাকার প্রায় ৮২ ভাগ এবং জলাভূমির পরিমান মোট এলাকার প্রায় ৪.৩৮ ভাগ। প্রয়োজনের তুলনায় জলজ ভূমি ও সবুজ এলাকার পরিমান অনেকাংশেই কম। জলজ ভূমি ও খালি জায়গা, কংক্রিট আচ্ছাদিত এলাকার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে রাজধানী শহর ঢাকা এখন বাসযোগ্যতার প্রেক্ষিতে বৈশ্বিক মানদন্ডে তলানিতে অবস্থান করছে। একটি আদর্শ শহরে ১৫-২০ ভাগ সবুজ এলাকা এবং ১০-১৫ ভাগ জলাশয় থাকা আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, ক্রমান্বয়ে ঢাকা শহরের সবুজ এলাকা ও জলাশয়গুলো কংক্রিটের আচ্ছাদনে ঘিরে যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সবুজ এলাকা, জলাশয় ও নির্মিত এলাকার অনুপাতের ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন।

গত ০৪ জানুয়ারি ২০২০, শনিবার, সকাল ১১ টায় রাজধানীর প্ল্যানার্স টাওয়ারে 'ঢাকা শহরের বায়ু, পরিবেশ ও বসবাসযোগ্যতার প্রেক্ষিত সবুজ এলাকা, জলাশয়, খোলা উদ্যান ও কংক্রিট আচ্ছাদিত এলাকার বিদ্যমান অবস্থা' বিষয়ক বি.আই.পি.'র গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এসব কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে ইনস্টিটিউটের পক্ষে ঢাকা শহরের বায়ু, পরিবেশ ও বসবাসযোগ্যতার প্রেক্ষিত সবুজ এলাকা, জলাশয়, খোলা উদ্যান ও কংক্রিট আচ্ছাদিত এলাকার বিদ্যমান অবস্থা সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন বি.আই.পি.-র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মাদ খান। তিনি বলেন, একটি নগরের বাসযোগ্যতা নির্ভর করে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার উপর। নগর পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানবঘটিত কর্মকান্ডের ক্ষতিকর প্রভাব এড়ানো এবং প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের (পানি, বায়ু, মাটি, জলাশয়, ইত্যাদি) দূষণরোধ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা। অপরিকল্পিত নগরায়নের প্রভাবে ঢাকা শহর ও সংলগ্ন এলাকার কৃষিজমি, জলাশয়সহ নিচু এলাকাগুলো এবং সবুজের আচ্ছাদন ব্যাপকহারে হ্রাস পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে শিল্প কারখানা ও যানবাহনের কালো ধোঁয়া, ইট ভাটা এবং মাত্রাতিরিক্ত নির্মাণ কাজ ঢাকার বায়ু ও পরিবেশ দূষণের পরিমাণ আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ড. আদিল বলেন, ভূমি ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র থেকে এটি প্রতীয়মান যে, ১৯৯৯ সালে জলাভূমির শতকরা হার ১৪.২৫%, সবুজ আচ্ছাদন ৬.৬৯%, কংক্রিট আচ্ছাদিত এলাকা ৬৪.৯৯% এবং খোলা জায়গা ১৪.০৭% ছিল, যা গত ২০ বছরে পরিবর্তিত হয়ে ২০১৯ সালে জলাভূমির শতকরা হার ৪.৩৮%, সবুজ আচ্ছাদন ৯.২০%, কংক্রিট আচ্ছাদিত এলাকা ৮১.৮২% এবং খোলা জায়গা ৪.৬১% এ এসে দাঁড়িয়েছে।

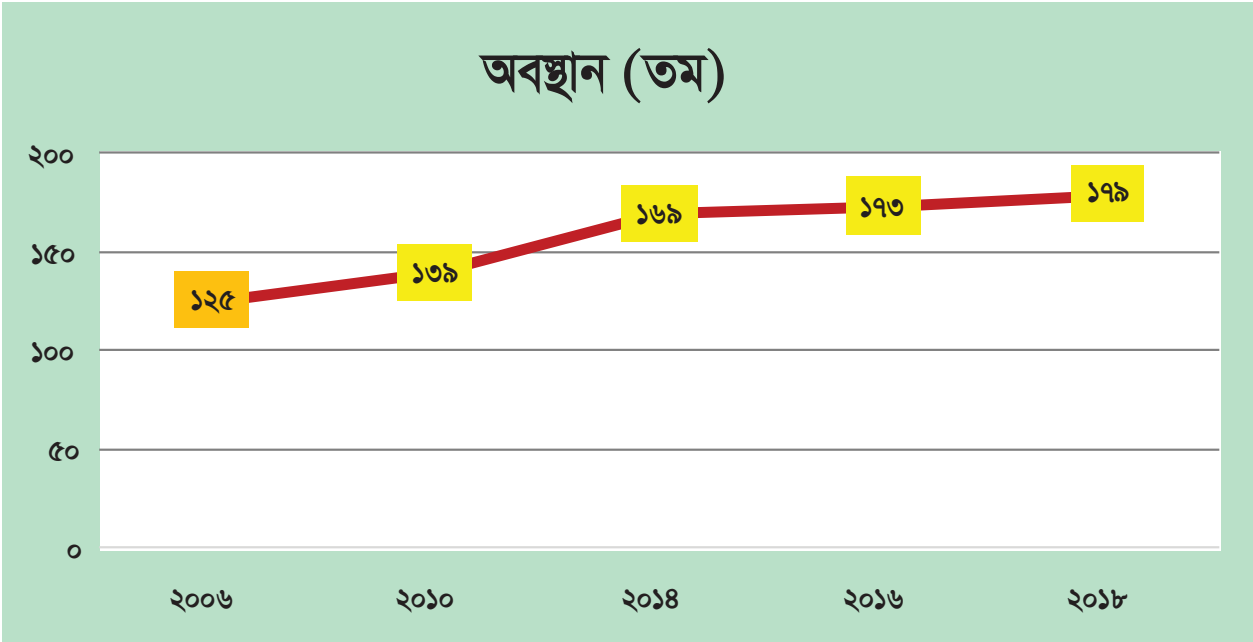

চিত্রঃ যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সংরক্ষণবিষয়ক সংস্থা ইপিএর সর্বশেষ প্রতিবেদনে বিশ্বে ১৮০ টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে দূষিত বায়ুর দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিলো দ্বিতীয়।

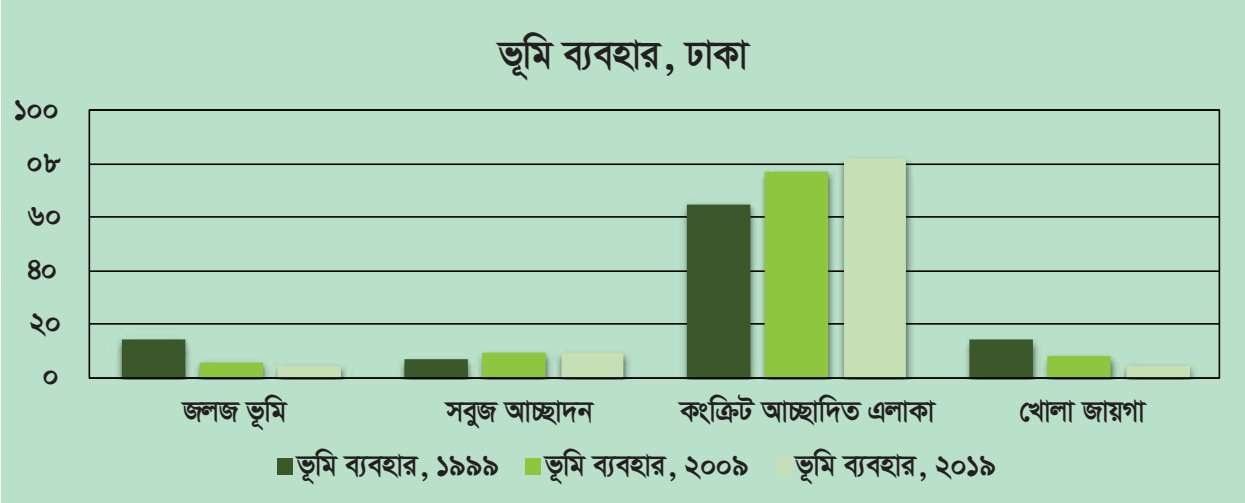

চিত্রঃ বিভিন্ন সময়ে ঢাকা শহরের ভূমি ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র

তিনি বলেন, বারিধারা, বনানী, গুলশান, মহাখালী ও বাড্ডা এলাকায় কংক্রিট আচ্ছাদিত এলাকার শতকরা হার ৮৮.৪৬%, সেই তুলনায় সবুজ আচ্ছাদন মাত্র ০.৮৪%। বড় বাগ, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া ও ইব্রাহীমপুর এলাকায় কংক্রিট আচ্ছাদিত এলাকার শতকরা হার ৯৯.১৪%। খিলগাঁও, গোড়ান, মেরাদিয়া, বাসাবো ও রাজারবাগ এলাকায় কংক্রিট আচ্ছাদিত এলাকার শতকরা হার ৯৭.৬০%, সেই তুলনায় সবুজ আচ্ছাদন মাত্র ০.৯০%। সোয়ারী ঘাট ও বংশাল এলাকায় কংক্রিট আচ্ছাদিত এলাকার শতকরা হার ১০০.০০% এবং সিদ্দিক বাজার ও শাখারী বাজার এলাকায় কংক্রিট আচ্ছাদিত এলাকার শতকরা হার ৯৯.৪২%, সেই তুলনায় এসব এলাকায় কোন সবুজ আচ্ছাদিত এলাকা নেই, জলজ এলাকার পরিমানও অতি নগন্য। উপরিউক্ত উপাত্তগুলো মাথায় রেখে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, অন্যান্য শহরে যেন এই পরিনতি না হয় সেদিকে সবার খেয়াল রাখতে হবে।

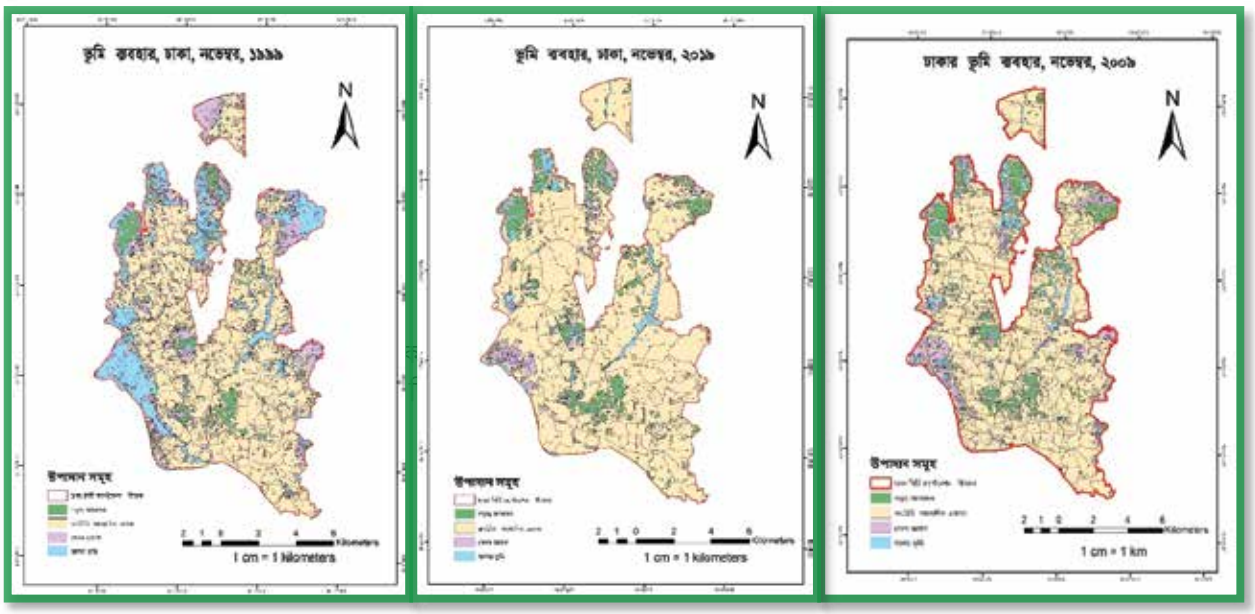

বি.আই.পি.-র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ বলেন, ঢাকা শহরকে দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা একটি দোকানের মত দেখার চেষ্টা করছি। অনেকেই নিজের লাভের জন্য অনেক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। কোন শহর কতটা সফল হবে তা নির্ভর করে তার গণ-পরিসর, গণ-পরিবহন ও পরিসেবার উপর। যে শহর কর্তৃপক্ষ এগুলো সফলভাবে ব্যবস্থাপনা করতে পেরেছে, সে শহর ততবেশি সফল। তিনি আরও বলেন, ওয়ার্ড পর্যায়ে পার্ক, উদ্যান তৈরি করা সম্ভব। এছাড়াও, তিনি দুরত্বের মধ্যে এসবের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। বি.আই.পি.-র সাবেক সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. এ কে এম আবুল কালাম বলেন, ১৯৯৯ সাল থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ঢাকার দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে। অন্যান্য শহরে যেন এই পরিনতি না হয় সেদিকে সবার খেয়াল রাখতে হবে।

বি.আই.পি.-র সাবেক সহ-সভাপতি পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ ফজলে রেজা সুমন বলেন, এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য বিভিন্ন কলাকৌশল খুঁজে বের করতে হবে এবং এটার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের সদিচ্ছা অনেক জরুরী। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর পক্ষ থেকে দশ দফা সুপারিশমালা গণমাধ্যমে প্রদান করা হয়ঃ

- এলাকাভিত্তিক সবুজ এলাকা গড়ে তোলা
- শহরের চারপাশে সবুজ বেষ্টনী তৈরী করা
- বিদ্যমান জলাশয় সংরক্ষণ ও দখলকৃত জলাশয় পুনরুদ্ধার
- জলাশয় এর চারপাশে সবুজায়নের মাধ্যমে গণপরিসর গড়ে তোলা
- নগর বনায়ন
- এলাকাভিত্তিক অনানুষ্ঠানিক সবুজ এলাকা গড়ে তোলা
- শহরের উচ্চ জনসংখ্যা, জনঘনত্ব ও কংক্রীট আচ্ছাদিত এলাকার বিদ্যমান বাস্তবতায় শহরের বিল্ট আপ এরিয়া না বাড়ানো; এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও নীতি প্রণয়ন করা
- অবকাঠামোগত পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে পরিবেশগত, প্রতিবেশগত, সামাজিক ও অন্যান্য প্রভাব পর্যালোচনা করা
- বর্ধিত নগর এলাকায় পরিকল্পনার মাধ্যমে সবুজ এলাকা ও জলাশয় এলাকা নিশ্চিত করা।
- স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে নগরে সবুজ, নীল ও ধূসর অবকাঠামোর সুষম ভারসাম্য নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বি.আই.পি.-র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ। এছাড়াও বি.আই.পি.-র সহ-সভাপতি পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, পরিকল্পনাবিদ ড. চৌধুরী মোঃ যাবের সাদেক, সাবেক সভপতি অধ্যাপক ড. এ কে এম আবুল কালাম, সাবেক সহ-সভাপতি পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ ফজলে রেজা সুমন, বি.আই.পি.-র বোর্ড সদস্য পরিকল্পনাবিদ মোঃ আসাদুজ্জামান, পরিকল্পনাবিদ ইসরাত জাহানসহ অন্যান্য পরিকল্পনাবিদগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

২৩ জানুয়ারি ২০২০

ঢাকার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনঃ নগর পরিকল্পনাবিদদের পক্ষ থেকে নাগরিক ইশতেহার শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন।

বি.আই.পি.-র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ বলেন, সিটি কর্পোরেশনের সকল সেবাগুলো ওয়ার্ড ভিত্তিক হতে হবে। সকল কেন্দ্রবিন্দু ওয়ার্ড কাউন্সিল হলে, আমরা মানসম্মত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পেতে পারি। এতে জনগনের সাথে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সম্পৃক্ততা বাড়বে।

সিটি কর্পোরেশন যে সকল নাগরিক সুবিধাদি প্রদান করে থাকে তা এই কমপ্লেক্স থেকে পরিচালিত হতে পারে। ঢাকা শহরকে বাসযোগ্য করতে হলে বিশেষ দুই একটা অঞ্চলের উন্নতি নয়, আমাদের সব অঞ্চলকে নিয়ে ভাবা দরকার। সে কারণে সিটি বাজেট তৈরী করার সময় যেন স্থানীয়ভাবে অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনায় নেয়া হয়। খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে অঞ্চলভেদে যদি বাজেট বরাদ্দ করা হয় তবে দুর্বল বা অপেক্ষাকৃত কম সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলো তাদের জন্য বেশি বাজেট বরাদ্দের জন্য দাবি করতে পারবে। তাদেরকে নিয়ে আমরা একসঙ্গে আগাতে পারবো এবং ঢাকা শহরের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিশু, প্রৌঢ় ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। গত ২৩ জানুয়ারি ২০২০, বৃহস্পতিবার, সকাল ১১ টায় রাজধানীর প্ল্যানার্স টাওয়ারে ঢাকার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনঃ নগর পরিকল্পনাবিদদের পক্ষ থেকে নাগরিক ইশতেহার শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এসব কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে ইনস্টিটিউটের পক্ষে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নগর পরিকল্পনাবিদদের পক্ষ থেকে নাগরিক ইশতেহার শীর্ষক একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন বি.আই.পি.'র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান। তিনি বলেন, সিটি কর্পোরেশন এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর কার্যাবলী এবং দায়িত্ব মূলত স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ দ্বারা নির্ধারিত। এই আইনের তৃতীয় তফসিলে বিশদভাবে এই কার্যাবলীর বিবরণ দেয়া আছে।

সাধারণ জনগণের প্রতিনিধি হবেন মেয়র ও কাউন্সিলরগণ এবং নির্বাচিত মেয়র এবং কাউন্সিলররা স্থানীয় জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। স্থানীয় সরকারের সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু ওয়ার্ড কাউন্সিল কেন্দ্রিক হওয়া উচিৎ। এতে করে এলাকার মানুষদের ভেতর নিজের এলাকায় উন্নয়নে অংশীদার হবার এবং অংশগ্রহণের আগ্রহ জন্মাবে। এলাকার মানুষদের সঙ্গে ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং অফিসের সরাসরি যোগাযোগ হবে। আমরা প্রায়ই এলাকায় মশকনিধন, জলাবদ্ধতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রসঙ্গে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততার কথা বলে থাকি। যখন সাধারণ মানুষের সঙ্গে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের যোগাযোগ তৈরি হবে, তখনই জনসম্পৃক্ততা তৈরী হবে । এভাবে সব কর্মকান্ডে ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনগনকে সম্পৃক্ত করতে পারে। এ কারনে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের যে কোনো উন্নয়ন কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে হবে।

❑ ওয়ার্ডভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ওয়ার্ড এর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

ওয়ার্ড প্রোফাইল তৈরী করার মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক নাগরিক সেবা ও অবকাঠামোর বিদ্যমান অবস্থা ও করণীয়সমূহ নির্ধারণের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ। ওয়ার্ডভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে বার্ষিক বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করা। অবকাঠামো পরিকল্পনা / ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন করে বাজেট পরিকল্পনা করা। নতুন ওয়ার্ডগুলোর নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা।

❑ ওয়ার্ড কমপ্লেক্স তৈরী করা

সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের অফিসগুলোকে পূর্ণাঙ্গ ওয়ার্ড কমপ্লেক্স তৈরির বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় আনতে হবে। সিটি কর্পোরেশন যে সকল নাগরিক সুবিধাদি প্রদান করে থাকে তা এই কমপ্লেক্স থেকে পরিচালিত হতে পারে অথবা সিটি কর্পোরেশন ছাড়াও অন্যান্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো নাগরিক সুবিধা দিয়ে থাকে, যেমন: নগর স্বাস্থ্যসেবা, বিদ্যুৎ ইত্যাদির একটা ছোট অফিস উক্ত কমপ্লেক্সে থাকতে পারে।

❑ অন্তর্ভূক্তিমূলক শহর ও এলাকাভিত্তিক (ওয়ার্ডভিত্তিক) অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা

অন্তর্ভূক্তিমূলক নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার দর্শনে শহরের সকল এলাকার উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ঢাকা শহরকে বাসযোগ্য করতে হলে বিশেষ দুই একটা অঞ্চলের উন্নতি নয়, আমাদের সব অঞ্চলকে নিয়ে ভাবা দরকার। সে কারণে সিটি বাজেট তৈরী করার সময় যেন স্থানীয়ভাবে অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনায় নেয়া হয়। খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে অঞ্চলভেদে যদি বাজেট বরাদ্দ করা হয় তবে দুর্বল বা অপেক্ষাকৃত কম সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলো তাদের জন্য বেশি বাজেট বরাদ্দের জন্য দাবি করতে পারবে। তাদেরকে নিয়ে আমরা একসঙ্গে আগাতে পারবো এবং ঢাকা শহরের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

- ❑ **জনদূর্ভোগ কমানোর জন্য এলাকাভিত্তিক 'উন্নয়ন তদারকি দল' গঠন**
- ❑ **অনলাইন কর ও ফিস প্রদানের ব্যবস্থা এবং সেবাপ্রাপ্তির ডিজিটালাইজেশন**
- ❑ **সম্পত্তির মানচিত্রের হালনাগাদ করা**
- ❑ **জলাবদ্ধতা ও যানজট সমস্যা সমাধানে নেতৃত্ব এবং সমন্বয়কের ভূমিকা পালন**
- ❑ **স্থায়ী কমিটিসমূহ কার্যকর করা**
- ❑ **নগর দরিদ্র ও বস্তিবাসীদের জন্য নাগরিক পরিসেবা প্রদান**
- ❑ **পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ**
- ❑ **পার্ক, খেলার মাঠ ও গণপরিসর নিশ্চিত করা**
- ❑ **মানুষকে ও কমিউনিটি'কে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু করা**

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সহ-সভাপতি পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ আরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বি.আই.পি.-র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ। এছাড়াও সংবাদ সম্মেলনে বি.আই.পি.-র বোর্ড সদস্য পরিকল্পনাবিদ মোঃ রেজাউর রহমানসহ অন্যান্য পরিকল্পনাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন।

০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০

সরকারি পর্যায়ে পরিকল্পনাবিদদের পদের সুযোগ সৃষ্টি ও ঢাকা মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা সংশোধনী বিষয়ক মতবিনিময় সভা

শনিবার, ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ, বিকাল ৪.০০টায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র কনফারেন্স হলে 'সরকারি পর্যায়ে পরিকল্পনাবিদদের পদের সুযোগ সৃষ্টি' এবং 'ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা ২০০৮ এর সংশোধনী' বিষয়ে মতবিনিময় সভা'র আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচনা সভায় আমাদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ সহ বি.আই.পি. বোর্ড মেম্বারগন উপস্থিত ছিলেন।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র পক্ষ থেকে জাতীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে সকল ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো হয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পলাশী মোড় থেকে সমবেতভাবে শহীদ মিনারে গিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হয়।

৭ই মার্চ, ২০২০

বি.আই.পি. চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের বার্ষিক সাধারণ সভা -২০১৯

৭ই মার্চ, ২০২০ বি.আই.পি. চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের বার্ষিক সাধারণ সভা -২০১৯ ব্লু লাউঞ্জ রেস্টুরেন্ট, বায়েজীদ বোস্তামী, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বি.আই.পি. চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের নির্বাহী কমিটির সদস্যরা ছাড়াও বিপুল সংখ্যক নবীন ও প্রবীণ পরিকল্পনাবিদ অংশগ্রহণ করেন। এবারই প্রথম বারের মত বি.আই.পি. চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের মাধ্যমে প্রবীণ পরিকল্পনাবিদ এ এম জিয়া হোসাইন, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী, সিডিএ কে সম্মাননা জানানো হয়। তাঁর হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন সংগঠনের সভাপতি পরিকল্পনাবিদ সৈয়দা জেরিনা হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি পরিকল্পনাবিদ জনাব, এম আলী আশরাফ, উপ উপাচার্য, সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয় সহ নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ।

এজিএমের শুরুতেই কমিটির সহ-সভাপতি পরিকল্পনাবিদ জনাব, শাহীনুল ইসলাম খান, প্রধান পরিকল্পনাবিদ, সিডিএ স্বাগত বক্তব্য রাখেন। কমিটির সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান বিগত বছরের কার্যক্রম ও আর্থিক বিবরণী সবার সামনে উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সংগঠনের সাবেক সভাপতি এম আলী আশরাফ বর্তমান কমিটির বিগত বছরের কর্মকান্ডে সন্তোষ প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন এবং পেশাজীবি সংগঠন হিসেবে বি.আই.পি. কে এগিয়ে নিতে নানারকম পরামর্শ প্রদান করেন। কমিটির সভাপতি পরিকল্পনাবিদ সৈয়দা জেরিনা হোসেন উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন এবং বি.আই.পি.'কে গতিশীল রাখতে সকল সদস্যের সহযোগিতা কামনা করেন। পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বি.আই.পি. চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের বোর্ড মেম্বার (প্রোগ্রাম) পরিকল্পনাবিদ জনাব, এ, টি, এম শাহজাহান। পরবর্তীতে উপস্থিত সদস্যগণ ও আমন্ত্রিত অতিথিগণ একটি জমকালো নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন।

নিউজটি পাঠিয়েছেন পরিকল্পনাবিদ এ.টি.এম. শাহজাহান, বোর্ড মেম্বার (প্রোগ্রাম), বি.আই.পি. চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার ও সহকারি অধ্যাপক, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, চুয়েট

১৮ মার্চ ২০২০

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর মতবিনিময় সভা

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর মধ্যে একটি মতবিনিময় সভা গত ১৮ মার্চ ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে করণীয়, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বি.আই.পি.-র মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার পরিকল্পনা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন গবেষণা বি.আই.পি. লাইব্রেরীর জন্য সংগ্রহ, বি.আই.পি. কে ডাটা ব্যংক তৈরীতে সহায়তা প্রদান এবং টেকসই বাংলাদেশ নির্মাণে নগর পরিকল্পনাবিদদের করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয়।

আলোচনা শেষে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর যৌথভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম (গবেষণা, সেমিনার, আলোচনা সভা ইত্যাদি) সম্পাদনের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত হয়।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে পরিচালক জনাব খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সকে ডাটা ব্যাংক তৈরীতে তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করার এবং বি আই পির লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করার জন্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমের প্রতিবেদন দেওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

টেকসই বাংলাদেশ বিনির্মাণে নগর পরিকল্পনাবিদগণের সংস্থা এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর একসাথে কাজ করবে বলে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সভাপতি জনাব অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

০৬ এপ্রিল ২০২০

কোভিড-১৯ লাইভ ম্যাপ ও ড্যাশবোর্ড

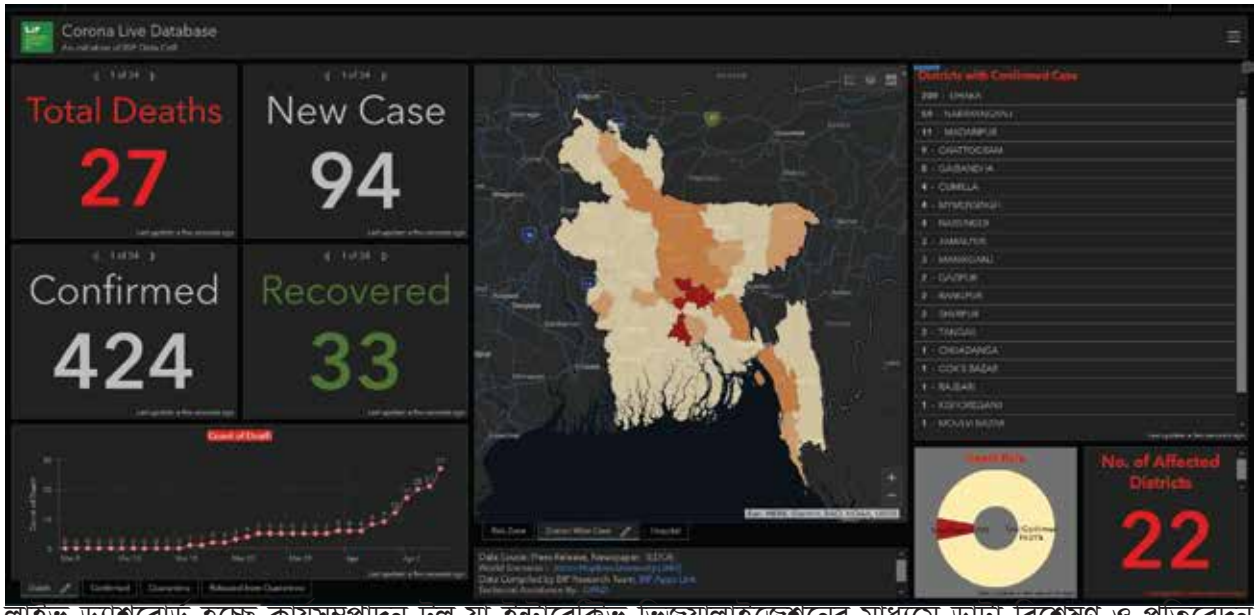

লাইভ ড্যাশবোর্ড হচ্ছে কার্যসম্পাদন টুল যা ইন্টারেক্টিভ ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে ডাটা বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাটা আপডেট হয়ে থাকে। লাইভ ড্যাশবোর্ড সাধারণত ডাটা ট্র্যাক, বিশ্লেষণ এর কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স কোভিড-১৯ লাইভ ম্যাপ ও ড্যাশবোর্ড প্রকাশ করে যেখানে প্রতিদিনের কোভিড-১৯ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা হয়। আইইডিসিইআর এর প্রতিদিনের তথ্যের ভিত্তিতে ৬ এপ্রিল ২০২০ প্রথম লাইভ ম্যাপ ও ড্যাশবোর্ড প্রকাশ করা হয় এবং ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কোভিড-১৯ লাইভ ম্যাপ ও ড্যাশবোর্ড নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে।

১. দেশব্যাপী প্রতিদিনের নতুন আক্রান্তের সংখ্যা, মৃতের ও সুস্থতার সংখ্যা
২. মোট আক্রান্তের সংখ্যা, সুস্থতার সংখ্যা এবং মৃতের সংখ্যা
৩. মৃত্যু হার
৪. মানচিত্রে ক্লিকের মাধ্যমে আক্রান্ত জেলাগুলোর সর্বশেষ অবস্থা জানা যায়।
৫. চার্টে নির্দিষ্ট জেলার সময়ের সাথে সাথে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা, মৃতের সংখ্যা প্রতিদিন কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে সেটা জানা যায়।

বোর্ড সদস্য (রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন) পরিকল্পনাবিদ মোঃ রেজাউর রহমান এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে লাইভ ম্যাপ ও ড্যাশবোর্ড প্রকাশ করা হয় এবং টিম মেম্বার হিসেবে সহযোগিতায় ছিলো গবেষণা সহযোগী হোসনে আরা।

০৭ এপ্রিল ২০২০

কোভিড-১৯ দৈনিক মানচিত্র প্রকাশ

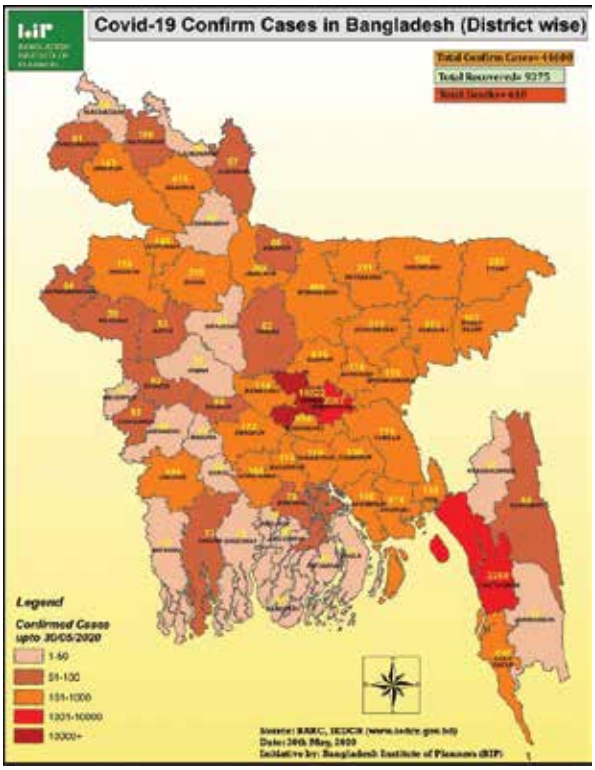

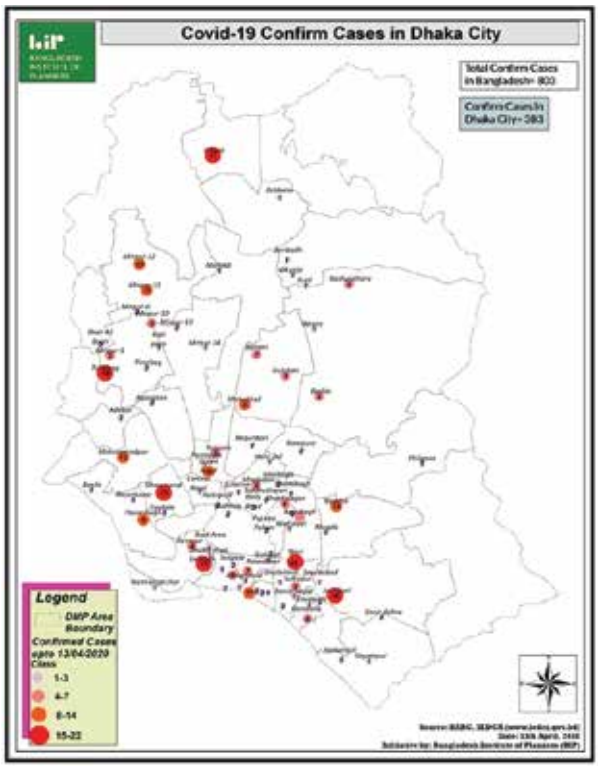

করোনা কালীন সময়ে নিয়মিত কোভিড-১৯ এর তথ্য আপডেট হিসেবে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) মানচিত্র প্রকাশের উদ্দ্যোগ নেয়। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ৭ এপ্রিল ২০২০ থেকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর অফিশিয়াল ফেসবুক পেইজে নিয়মিত মানচিত্র প্রকাশ করা হয়, যার মাধ্যমে কোভিড-১৯ এ মোট আক্রান্তের সংখ্যা, নতুন আক্রান্তের সংখ্যা, মৃতের সংখ্যা এবং জেলাভিত্তিক আক্রান্তের সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। মানচিত্র প্রকাশের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আছেন বোর্ড সদস্য (মেম্বারশীপ এফেয়ার্স) পরিকল্পনাবিদ কাজী সালমান হোসেন এবং সহযোগিতায় গবেষণা সহযোগী হোসনে আরা।

৩০ এপ্রিল ২০২০

কোভিড-১৯ আক্রান্তের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস প্রকাশ

সাম্প্রতিক নভেল করোনা ভাইরাস যা ব্যাপকভাবে কোভিড-১৯ নামে পরিচিত মহামারীর বিস্তার ও প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) এর সহায়তায় একটি মোবাইল ভিত্তিক অ্যাপস গত ৩০ এপ্রিল ২০২০ তৈরি করা হয়েছে।

অ্যাপ্লিকেশনটি সাম্প্রতিক মহামারীর সম্ভাব্য প্রতিরোধ সম্পর্কে তথ্য শেয়ার করার জন্যও তৈরি করা হয়েছে। কম্পিউটার প্রকৌশলী জনাব মোঃ জুবায়ের আহসান ও তার সহযোগী অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস ডেভেলপার জনাব নূর নবীউল আলম সিদ্দিকী এই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসটি তৈরি করেন এবং পরামর্শ ও সার্বিক সহায়তায় ছিলো বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স।

Source: www.pixabay.com

৩০ এপ্রিল ২০২০

দেশবাসীকে ডেঙ্গুর প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য করনীয় শীর্ষক একটি জনসচেতনামূলক বার্তা দৈনিক বণিক বার্তা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হয়

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)

বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের মানুষ এখন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এই দূর্যোগের সাথে যোগ হয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি পূরণের সংগ্রাম। গতবছর এপ্রিল মাসেই ডেঙ্গু শুরু হয়েছিল। করোনা ভাইরাসে সংক্রমণের এই সময় যদি ডেঙ্গুর প্রাদূর্ভাব শুরু হয়, তখন জনস্বাস্থ্যের উপর আরেকটি বিপর্যয় নেমে আসবে।

করোনার সাথে ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ

- ঢাকা ও দেশের অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোতে এখন থেকে নিয়মিতভাবে কার্যকর পদ্ধতিতে মশা উৎপাদনের স্থানগুলো ধ্বংস করাসহ শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছনতায় জোর দিতে হবে।
- নাগরিকরা তাদের নিজ নিজ বাড়ির বারান্দা, আঙ্গিনা, ছাদ, নির্মানাধীন স্থান, গ্যারেজ প্রভৃতি স্থান নিয়মিত পরিষ্কার করবেন যেন কোথাও পানি জমতে না পারে।
- সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সকল বড় স্থাপনাসমূহ ও সকল গণপরিসরে মশা উৎপাদনের স্থান ধ্বংস করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে উদ্যোগ নিতে হবে।
- জনস্বাস্থ্যের কথা গুরুত্ব দিয়ে এখনই ডেঙ্গু প্রতিরোধে সক্রিয় হোন।

মনে রাখতে হবে, পূর্ব থেকে উপযুক্ত প্রস্তুতি নিলে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করা সম্ভব।

জনসচেতনতায় প্রচারেঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)

করোনা-উত্তর নগর পরিকল্পনা বিষয়ক ই-পরিকল্পনা সংলাপ

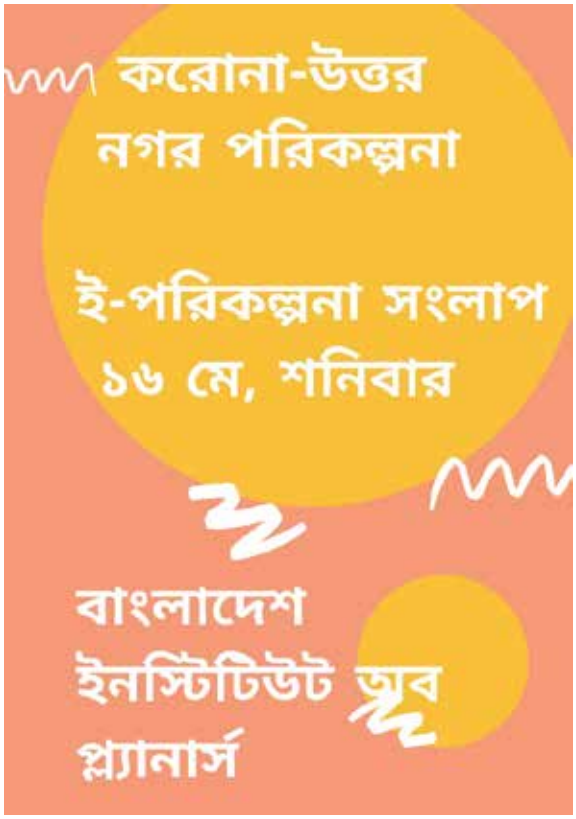

গত ১৬ মে ২০২০, শনিবার দুপুর ২ টায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স "করোনা-উত্তর নগর পরিকল্পনা" বিষয়ক ই-পরিকল্পনা সংলাপ এ আয়োজন করে। উক্ত সংলাপে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খানের সঞ্চালনায় পরিকল্পনা সংলাপের সভাপতিত্ব করেন বি.আই.পি.-র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ।

বি.আই.পি.'র পরিকল্পনা সংলাপে উপস্থিত পরিকল্পনাবিদদের অভিমত

অধিক জন ঘনত্বের এলাকায় কোভিড-১৯ এর বিস্তার বেশি হয়ে থাকে এবং কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত রোগীর বেশিরভাগ শহর অঞ্চলের হওয়ায় কোভিড-১৯ কে "আরবান প্রবলেম" হিসেবে অভিহিত করেন। পরিকল্পনায় জন ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

করোনা-উত্তর নগর পরিকল্পনায় জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষা এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল রাখার উপর গুরুত্বারোপ করে পরিকল্পনা করার কথা আলোকপাত করা হয়। একই সাথে অন্তর্ভূক্তিমূলক শহর গড়ে তুলতে সকলের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুবিধাদি নিশ্চিত করতে মৌলিক পরিকল্পনার বিষয়সমূহের উপর জোর দিতে হবে। মৌলিক পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ধারণক্ষমতা শক্তিশালী করা ও জনবল বৃদ্ধি করা কে প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নেওয়া উচিত। পাশাপাশি প্রকল্প প্রণয়নে কমিউনিটির অংশীদারিত্ব বাড়িয়ে মানবিক শহর নির্মাণ করা এবং ব্যক্তিগত গাড়ির উপর নির্ভরতা কমিয়ে শহরকে সাজানো প্রয়োজন। শহর বিকেন্দ্রীকরণ, ভবনের উচ্চতা ও শহরের জনঘনত্ব এবং জনসংখ্যা বিশ্লেষণ, জলাভূমি সংরক্ষণ, নগর কৃষি ও নগর বনায়ন পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়গুলি করোনা বাস্তবতায় আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে দেখা দিয়েছে। একইসাথে "ওয়ার্ক ফ্রম হোম" ভাবনা কে কাজে লাগিয়ে শহর বিকেন্দ্রীকরনের মাধ্যমে বড় শহরের উপর চাপ কমানোর সম্ভাবনা ও তৈরী হয়েছে, যাকে সমন্বিত নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনার মাধ্যমে টেকসই ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব। গত শনিবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স আয়োজিত "করোনা-উত্তর নগর পরিকল্পনা" বিষয়ক অনলাইন পরিকল্পনা সংলাপে পরিকল্পনাবিদেরা এ মতামত দেন।

করোনা উত্তর নগর পরিকল্পনার বাস্তবতা আলোকপাত করতে গিয়ে বি.আই.পি.-র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, ঢাকা সহ আশেপাশের এলাকায় অতি ঘন শিল্পায়ন হওয়াতে করোনার প্রকোপ তুলনামূলকভাবে বেশি। সামনের দিনে আমাদের শিল্পায়নের বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন এবং শহরের জনসংখ্যা এবং ঘনত্ব নিয়ে পুনর্ভাবনা প্রয়োজন। একইসাথে শহর এলাকাতে নিম্ন আয়ের মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবার পাশাপাশি তাদের মানসম্মত আবাসন পরিকল্পনা করা দরকার। জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে আবাসিক ভবনে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের প্রবাহ নিশ্চিত করতে ইমারত নির্মাণ বিধিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন করবার আহবান জানান। অনুরূপভাবে শহর এলাকায় পার্ক ও খোলা জায়গার প্রয়োজনীয়তা, গণপরিবহনে করোনা ঝুঁকি পরিহার এর জন্য বাইসাইকেল লেন সহ ফুটপাতের প্রশস্ততা বৃদ্ধি এবং হাঁটবার উপযোগী করবার গুরুত্ব তুলে ধরেন বি.আই.পি.'র সাধারণ সম্পাদক।

চিত্রঃ ই-সংলাপের অংশগ্রহনকারীদের ছবি

পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. গোলাম মর্তুজা বলেন, পরিকল্পনাকে নতুন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করে শহর, গ্রাম ও সমগ্র দেশকে নিয়ে পরিকল্পনার কথা ভাবতে হবে। তিনি সকল শ্রেনীর মানুষের জন্য পরিকল্পনা করবার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন, পদ্ধতি পরিবর্তনের কথাও বলেন। বাংলাদেশে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের হার অত্যন্ত দূর্বল উলেখ করে নগর পরিকল্পনা বাস্তবায়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবার কথা বলেন অধ্যাপক মর্তুজা।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক পরিকল্পনাবিদ ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক বলেন আমাদের সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ঢাকা কেন্দ্রিক, তাই ঢাকাকে পরিকল্পিতভাবে সাজানোর পাশাপাশি আঞ্চলিক পরিকল্পনার উপর গুরুত্বারোপ করবার সাথে সাথে উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। পাশাপাশি আঞ্চলিক মেগাপ্রকল্প গ্রহণে প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক এবং কৃষি, পরিবেশ প্রভৃতির উপর সামষ্টিক প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে তা বাস্তবায়ন করা উচিত। এক সাথে অর্থনীতির সাথে পরিকল্পনার যোগসূত্র স্থাপনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন ড. তৌফিক।

ঢাকার বিশদ এলাকা পরিকল্পনা (ড্যাপ) প্রকল্পের পরিচালক রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) নগর পরিকল্পনাবিদ মো: আশরাফুল ইসলাম বলেন করোনার মহামারি আমাদের পার্ক-উদ্যান ও খোলা জায়গার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছে । তিনি আরও বলেন পরিকল্পনা প্রণয়নে সাধারণত আবাসন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা যোগাযোগকে গুরুত্ব দেয়া হলেও স্বাস্থ্য খাতের উপর তুলনামূলক কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমাদের এখন জনসংখ্যার ঘনত্ব অনুযায়ী এলাকাভিত্তিক স্বাস্থ্য অবকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। কমিউনিটি সেন্টারগুলোকে দুর্যোগকালীন সময়ে ব্যবহার উপযোগী করে নির্মাণ করা, সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণে প্রয়োজনীয় জমির সংস্থান বাড়ানো এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব ব্যবস্থাপনার উপর প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলেন রাজউকের এই পরিকল্পনাবিদ।

বি আই পি প্রেসিডেন্ট পরিকল্পনাবিদ ড. আকতার মাহমুদ বলেন, করোনা পরবর্তী সময়ে মানুষের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কাছাকাছি পেতে সেবার বিকেন্দ্রীকরণ অনেক জরুরি। স্থানীয় পর্যায়ে সকল ধরনের সেবা পৌঁছে দিতে কমিউনিটি পরিকল্পনা করবার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, এর ফলে আমাদের যাতায়াতের ট্রিপ হ্রাস করে যানজট কমাতে পারি। করোনা পরবর্তী সময়ে নীতিনির্ধারণী সকল কাজে পরিকল্পনাবিদদের একযোগে কাজ করার আহবান জানান তিনি। ঢাকার নবনির্বাচিত মেয়রদের উদ্দ্যেশ্যে করোনাকালের শিক্ষা সামনে রেখে টেকসই ও অন্তর্ভূক্তিমূলক শহর নির্মাণে নির্বাচনী অংগীকার বাস্তবায়নের আহবান জানান বি.আই.পি.'র সভাপতি।

পরিকল্পনা সংলাপে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বি.আই.পি.'র সহ-সভাপতি পরিকল্পনাবিদ ড. চৌধুরী মোঃ যাবের সাদেক, পরিকল্পনা কমিশনের সিনিয়র এসিস্ট্যান্ট চীফ পরিকল্পনাবিদ আবু বকর মুহাম্মদ তৌহিদ, অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের পরিকল্পনাবিদ এস কে ইজাজ, পরিকল্পনাবিদ জাহিদ হাসান সিদ্দিকী, পরিকল্পনাবিদ মুনিরা খাতুন, পরিকল্পনাবিদ মেহেদি আহসান প্রমুখ।

২৫ মে ২০২০

সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর উদ্যোগে 'করোনা দূর্যোগে মানবিক সহযোগিতা' কার্যক্রম

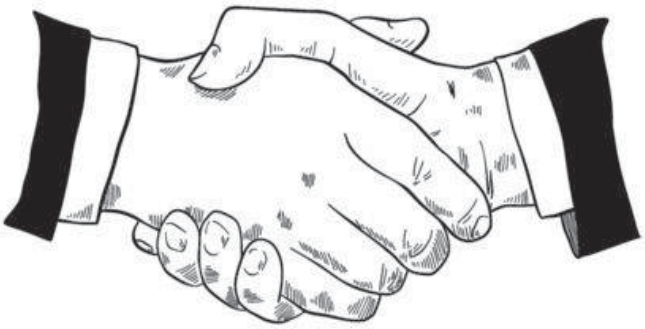

"বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স পরিকল্পনাবিদ পরিবারে'র সকলের পাশে আছে সবসময়" এ শ্লোগানকে সামনে রেখে করোনা মহামারীতে বিপর্যস্ত পরিকল্পনাবিদ পরিবারে'র সদস্যদের এবং পরিকল্পনা বিষয়ে অধ্যয়নরত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতি আন্তরিকতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রকাশ হিসেবে আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে। অনুদানকৃত মোট অর্থের পরিমাণ ৪,০০,০০০/= (চার লক্ষ টাকা) বি.আই.পি.'র সম্মানিত সদস্য এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নগর ও অঞ্চল/গ্রামীণ পরিকল্পনা বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রদান করা হয়। উক্ত মানবিক সহযোগিতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সকলকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স বিশ্বাস করে যে, আমাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং ভ্রাতৃত্বের শক্তিই সম্মিলিতভাবে আমাদের এই ক্রান্তিকাল অতিক্রম করতে সহায়তা করবে।

২৫ মে ২০২০

বি.আই.পি. ই-পরিকল্পনা সংলাপ

পরিবেশ ও পরিকল্পনা বিষয়ক ই-পরিকল্পনা সংলাপ

পরিবেশকে টেকসই রাখতে প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থান এবং জীববৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিয়ে শহর, গ্রাম, হাওর ও বনাঞ্চলের স্থায়িত্বশীল পরিকল্পনা প্রয়োজন। একইসাথে সমগ্র দেশের জন্য জাতীয় ভৌত পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের কৃষিজমি, সংরক্ষিত বনাঞ্চল সংরক্ষণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শিল্প অঞ্চল সুনির্দিষ্ট করার মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার সাথে সাথে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) আয়োজিত 'পরিবেশ ও পরিকল্পনা' শীর্ষক পরিকল্পনা সংলাপে পরিকল্পনাবিদ, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ সহ অন্যান্যের এই অভিমত প্রদান করেন। বি.আই.পি.'র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা সংলাপে বৈশ্বিক করোনা মহামারীর প্রেক্ষিতে উন্নয়নের বস্তুগত ধারণাকে প্রাধান্য না দিয়ে প্রকৃতিগত বিষয়সমূহকে ভৌত পরিকল্পনায় অধিক গুরুত্ব দেয়া উচিত বলে বক্তারা মতামত

দেন। পরিবেশ অধিদপ্তর এর পরিকল্পনা শাখার উপ-পরিচালক হাসান হাসিবুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের মত অধিক জনসংখ্যার দেশে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন মাত্রার সমস্যার তদারকি করা সীমিত জনবল নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর এর জন্য অত্যন্ত দূরূহ হলেও এ ব্যাপারে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তদুপরি সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের সকল ক্ষেত্রে নৈতিকতার চর্চা প্রতিষ্ঠিত হলে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করতে পরিবেশ অধিদপ্তর এর জন্য কাজ করা আর ও সহজ হত।

পরিকল্পনা সংলাপে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবি সমিতি (বেলা)'র নির্বাহী পরিচালক এডভোকেট সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন বাংলাদেশে বিদ্যমান পরিবেশ দূষনের পেছনে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো, আইনের বাস্তবায়ন ও সঠিক পরিকল্পনার অভাব সবগুলো অনুষঙ্গের দায় আছে। একইসাথে প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি, প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতার অভাব এবং জনমতের গুরুত্বকে প্রাধান্য না দিয়ে ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন এর কারণে আমাদের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় সুন্দরবন রক্ষার অপরিহার্যতার কথা তুলে ধরে কয়লাভিত্তিক রামপাল প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে এই প্রকল্প নিয়ে সরকারের নতুন করে ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মত দেন বেলার নির্বাহী পরিচালক।

ইউএস-এইড এর পরিবেশ সংক্রান্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ পরিকল্পনাবিদ শাহাদাত হোসেন শাকিল বলেন পরিবেশকে স্থায়িত্বশীল করতে শহর, গ্রাম ও বনাঞ্চল পরিকল্পনায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন। একইসাথে শহরের ভৌত পরিকল্পনায় প্রকৃতি ও বাস্তুসংস্থানকে গুরুত্ব দেবার সাথে সাথে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিকল্পনাবিদদের জ্ঞান কাজে লাগানোর জন্য সরকার ও নীতিনির্ধারকদের প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা দরকার।

চিত্রঃ ই-সংলাপের অংশগ্রহনকারীদের ছবি

অষ্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের পরিবেশ ও পরিকল্পনা বিভাগের সিনিয়র পরিকল্পনা কর্মকর্তা এস কে এজাজ বলেন, যে কোন ভৌত পরিকল্পনার পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনায় নিয়েই অষ্ট্রেলিয়াতে পরিকল্পনা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহবান জানান এই পরিকল্পনা কর্মকর্তা। একইসাথে পরিকল্পনা কমিশনে ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও পরিকল্পনাবিদদের অন্তর্ভূক্তির দাবী জানান তিনি।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)'র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক আকতার মাহমুদ বলেন দেশের
উপজেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে ভৌত উন্নয়নকে পরিকল্পনার মধ্যে না আনতে পারলে পরিবেশগত বিপর্যয় আরও বাড়বে। একইসাথে সারাদেশের জন্য জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা জরুরী ভিত্তিতে প্রণয়নের তাগিদ দেন বি.আই.পি.'র সভাপতি।

সংলাপে উপস্থিত পরিকল্পনাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ দেশের সকল ভৌত পরিকল্পনা সংক্রান্ত পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা (ইআইএ রিপোর্ট) জনসমক্ষে প্রকাশ করা, বাজেট প্রণয়নে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয় বিবেচনা,
শহর পরিকল্পনায় প্রকৃতি ভিত্তিক সমাধানকে অগ্রাধিকার দেবার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

২৫ মে ২০২০

করোনা দূর্যোগ মোকাবেলায় সরকার এবং নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) এর প্রস্তাবনা।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাস দূর্যোগ মোকাবেলায় মানুষের জীবন রক্ষার্থে ও জীবনের ঝুঁকি কমাতে বর্তমান সরকার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং একইসাথে আর্থিক প্রণোদনার ঘোষণা ইতোমধ্যে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) মনে করে, সরকার ঘোষিত এই প্রণোদনা সামনের দিনগুলোতে আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিতে করোনাভাইরাসের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

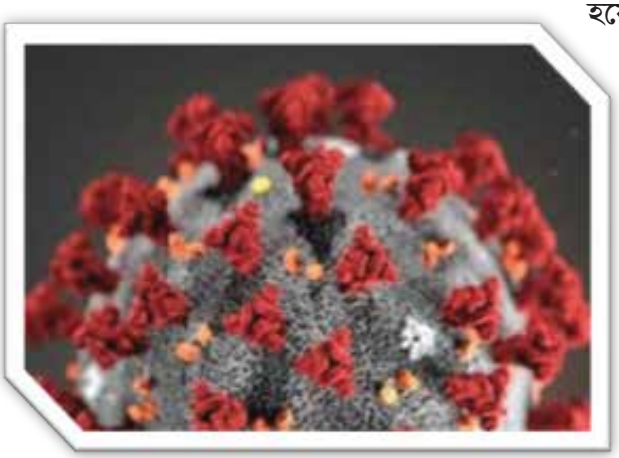

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স মনে করে, স্বাস্থ্য দূর্যোগ হিসেবে আবির্ভূত করোনাভাইরাস এখন জাতীয় দূর্যোগে পরিণত হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, এই দূর্যোগের প্রভাব এতো ব্যাপক ও সর্বব্যাপী যে, স্বাস্থ্যসেবা এবং চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণের সাথে সাথে সামাজিক অর্থনৈতিক, জীবন জীবিকা বিচারে নানামুখী বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া একান্ত প্রয়োজন। করোনা দূর্যোগ মোকাবেলায় সরকার ও সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারণী কর্তৃপক্ষের নিকট বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স নিম্নোক্ত প্রস্তাবনাসমূহ বিবেচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করছে।

প্রস্তাবনাসমূহঃ

১। নিম্ন আয়ের লোকদেরকে সরাসরি সহযোগিতা করতে সরকারের পক্ষ হতে ৮,০০০ কোটি টাকার সামাজিক সুরক্ষা অনুদান ঘোষণাঃ

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ২০ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করলেও করোনা'র কারণে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত অনেক লোক দারিদ্র্যপীড়িত হয়ে পড়বেন। এই প্রেক্ষিতে দেশের আনুমানিক ৪০ ভাগ লোক তথা ১ কোটি ৩০ লক্ষ পরিবার এর জন্য দূর্যোগকালীন বিশেষ সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে অর্থনীতিতে করোনাভাইরাসের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছেন। এরই সাথে নিম্ন আয়ের পরিবারদের সরাসরি সহযোগিতা করবার জন্য ৮,০০০ কোটি টাকার সামাজিক সুরক্ষা অনুদান ঘোষণা করা একান্ত জরুরী। আসন্ন রমজানকে বিবেচনায় নিয়ে আগামী দুই মাসের জন্য এই পরিবারসমূহের জন্য পরিবারপ্রতি মাসিক ৩০০০ টাকা অনুদান প্রদানের জন্য আট হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের দরকার হবে। আমাদের বর্তমান বাস্তবতায় এই বরাদ্দ প্রদানের সক্ষমতা সরকারের আছে, যার পরিমাণ আমাদের জিডিপি'র ০.২৮ ভাগ। একইসাথে আমাদের টাকা লেনদেনের বিভিন্ন মাধ্যম যথা নগদ, বিকাশ, রকেট প্রভৃতি ব্যবহার করে এই অর্থ নিম্ন-আয়ের মানুষের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পারি।

এই টাকার সুষ্ঠু বন্টন এবং সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো নির্ধারণ করতে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে করণীয়সমূহ ঠিক করা যেতে পারে। জাতিসংঘ এবং উন্নয়ন অর্থনীতি ও পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞদের মতে, খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি নগদ অর্থের প্রবাহ স্থানীয় অর্থনীতি চলমান রাখতে সহায়তা করে এবং নিম্ন আয়ের লোকদের জরুরি বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বিকল্প হিসেবে, আট হাজার কোটি টাকার অংশবিশেষ নগদ বরাদ্দ এবং বাকী অংশের সমমূল্যের খাদ্য ও অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের পরিবারসমূহের নিকট পাক্ষিক/মাসিক ভিত্তিতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২। স্থানীয় পর্যায়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং 'দূর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ' তৈরী করাঃ

বর্তমান করোনা মহামারী'কে জাতীয় দূর্যোগ বিবেচনা করে 'দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২' অনুযায়ী শহর ও গ্রামীণ এলাকার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের 'দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি' এবং 'দূর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ' তৈরী করে দায়িত্ব বন্টন করা একান্ত জরুরী। এই ধরনের ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সমন্বয় গ্রুপে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী বেসরকারী সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার উপযুক্ত প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্ত করে তাদের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি নির্ধারণ করে দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

৩। অনুদান ও ত্রান সহযোগিতা বিতরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণঃ

করোনার প্রেক্ষিতে সরকার ও প্রশাসনের উদ্যোগে নিম্ন আয়ের লোকদের খাবার, অর্থ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা করবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একইসাথে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সামাজিক সংগঠন এবং ব্যক্তি ও সামষ্টিক উদ্যোগে নগর এলাকার নিম্ন আয়ের লোকদের খাবার, অর্থ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী দিয়ে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবার উদ্যোগ নিয়েছেন যা অত্যন্ত প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু প্রকৃত সমন্বয় এর অভাবে বিচ্ছিন্নভাবে নেয়া এ উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে সমাজের প্রকৃত অর্থে অভাবগ্রস্থ সকল মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় ত্রাণ ও সহযোগিতা পৌঁছানো সম্ভবপর হচ্ছে না।

একইসাথে বেসরকারী সংগঠনসমূহ বা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষে কাদের নিকট অগ্রাধিকারভিত্তিতে সহযোগিতা পৌঁছানো প্রয়োজন কিংবা কতটি পরিবার বা কতজন মানুষ খাদ্য কিংবা অর্থ সংকটে ভুগছেন সে বিষয়ে সার্বিক ধারণা তুলনামূলকভাবে কম। বিদ্যমান বাস্তবতায় অনেকটা বিশৃংখলভাবে এ ধরনের ত্রাণ বিতরণের মাধ্যমে অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র পরিবারসমূহের প্রকৃত সংকট দূর করা যাবে না। উপরন্ত ত্রাণ বিতরণে শৃংখলার অভাব কিংবা অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হলে, অভাবগ্রস্ত পরিবারসমূহ বিচলতি হয়ে পড়বেন এবং সামনের দিনগুলোতে শিশু-বৃদ্ধসহ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তাদের মানসিক উদ্বেগ অনেক বেড়ে যাবে।

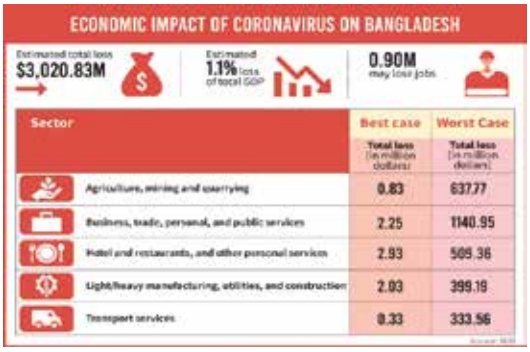

উপরোক্ত বাস্তবতায় সমন্বিতভাবে করোনা দূর্যোগ মোকাবেলা এবং ত্রাণ ব্যবস্তাপনায় শৃংখলা আনয়েনের মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত করবার স্বার্থে সরকার প্রশাসনিক উদ্যোগে এলাকাভিত্তিক/ওয়ার্ডভিত্তিক এলাকার আস্থাভাজন ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, ন্যায়নিষ্ঠ রাজনীতিবিদ, ইমাম ও ধর্মীয় নেতা এবং শিক্ষক, ডাক্তার, সমাজকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার আস্থাভাজন লোকদের সমন্বয়ে 'দূর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ' করা প্রয়োজন। নিম্ন আয়ের লোকদের বিশেষ চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে বাস্তবসম্মত তথ্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য উক্ত কমিটিতে নিম্ন আয়ের লোকদের প্রতিনিধি ও থাকা দরকার।

এ ধরনের কমিটি তৈরী করা হলে সাধারণ মানুষ, যারা দূর্যোগকালীন এই সময়ে মানুষের পাশে অর্থ ও অন্যান্য সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক, তারা আস্থা ও নির্ভরতার সাথে মানুষের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে ইচ্ছুক হবেন। একই সাথে সমাজের সবার অংশগ্রহনমূলক প্রক্রিয়ায় দূর্যোগ মোকাবেলা করলে সরকার ও প্রশাসন এর পক্ষে দূর্যোগ মোকাবেলা এবং ত্রাণ বিতরণ অনেক সহজতর হবে এবং যে কোন সিদ্ধান্ত প্রকৃত অর্থে জনকল্যাণ এবং জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করবে। এমনকি সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার ও প্রশাসন ঘোষিত লকডাউন, আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে জনগণকে আস্থায় নিয়ে তা বাস্তবায়ন করা সহজ হবে। আমরা সকলেই জানি, যে কোন ধরনের দূর্যোগে সাধারণ জনগণের ঐক্য, আস্থা এবং বিশ্বাসই দূর্যোগ মোকাবেলায় সবচেয়ে বড় শক্তি।

সরকার ও প্রশাসনের নেতৃত্বে এবং বিভিন্ন বেসরকারী, সামাজিক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহ এলাকাবাসীর সম্মিলিত অংশগ্রণে নিম্ন আয়ের লোকদের নিকট অনুদান সহযোগিতা এবং ত্রাণ বিতরণে নিম্নের তিনটি বিকল্প হতে পারে।

- সরকার, প্রশাসন এবং 'দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি', ব্যবস্থাপনার ও তদারকির সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। বেসরকারী সামাজিক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমূহ'কে জরুরি সহযোগিতা ও ত্রাণ বিতরণের জন্য প্রশাসন বিভিন্ন এলাকা নির্ধারণ করে দিবে, যারা এলাকাবাসীর সমন্বয়ে গঠিত 'দূর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ'কে সাথে নিয়ে জরুরি সহযোগিতা ও ত্রান বিতরণ করবেন।
- সরকার ও প্রশাসন জরুরি সহযোগিতা ও ত্রাণ বিতরণের জন্য ব্যবস্থাপনা ও বিতরণসহ সকল দায়িত্ব পালন করবে; বেসরকারি সংস্থা ও সংগঠনসমূহ সরকার ও প্রশাসনের নির্দেশনা অনুযায়ী সার্বিক সহযোগিতা করবে।
- সরকার ও প্রশাসন প্রধানতঃ আইন শৃংখলাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা (সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য বাহিনী) বাহিনীর মাধ্যমে জরুরি সহযোগিতা ও ত্রাণ বিতরণের জন্য ব্যবস্থাপনা ও বিতরণ এর সকল দায়িত্ব পালন করবেন; বেসরকারী সংস্থাসমূহ ও সংগঠনসমূহ তাদের ত্রাণ সহযোগিতা ও অনুদান সামগ্রী প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করবেন। এলাকাবাসীর সমন্বয়ে গঠিত দল উক্ত কাজে সরকার ও প্রশাসনকে জরুরি সহযোগিতা ও ত্রান বিতরণে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন।

৪। 'করোনা মোকাবেলা কর্মসূচী প্রণয়ন' এবং 'জাতীয় দূর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন' তৈরী প্রয়োজনঃ

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ অনুযায়ী করোনা দূর্যোগকালীন এবং দূর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে দ্রুত ও জরুরি সাড়া প্রদানের উদ্দেশ্যে জনগোষ্ঠীভিত্তিক 'করোনা মোকাবেলা কর্মসূচী প্রণয়ন' এবং উক্ত কর্মসূচীর অধীনে 'জাতীয় দূর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন' করা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে শহর ও গ্রামীন এলাকায় স্বেচ্ছাসেবায় আগ্রহী সকল সংগঠন ও ব্যক্তিদের আন্তরিক আগ্রহ ও উদ্যমকে কাজে লাগানোর সাথে সাথে সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তি পর্যায়ের সকল প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ এর সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত করা, উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ানো এবং সরকারের সহায়তা থেকে যেন অভাবগ্রস্ত কেউ বাদ না যায় তা নিশ্চিত করা সম্ভবপর হবে। এ ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত সরকার স্বেচ্ছাসেবার জন্য আগ্রহী ব্যক্তিদের আগ্রহ প্রকাশের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে এলাকাভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করতে পারেন।

৫। নগর দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাড়ানোঃ

বাংলাদেশে শহর এলাকায় সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের ব্যাপ্তি গ্রামীণ এলাকার সাপেক্ষে তুলনামূলকভাবে অনেককম। করোনা'র প্রভাবে শহর এলাকার নিম্ন আয়ের লোকদের উপার্জনের উপায় বন্ধ হয়ে যাবার প্রেক্ষিতে নগর এলাকার দরিদ্র লোকদের জন্য জরুরী ভিত্তিতে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের ব্যাপ্তি বাড়ানো প্রয়োজন।

৬। অধিক দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলে চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদানঃ

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অঞ্চলভিত্তিক তারতম্য বিদ্যমান থাকাতে সরকারী সহযোগিতা বিতরণের ক্ষেত্রে যে সকল জেলাসমূহে দরিদ্র লোকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি, সেখানে সহযোগিতা ও অনুদান বাড়ানোর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

৭। কৃষি ও গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের প্রণোদনার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাঃ

সামনের দিনগুলোতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষক, মৎস্যজীবি, দুগ্ধ-খামারী, মুরগী-খামারী সহ গ্রামীন অর্থনীতে অবদান রাখা উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে সরকার ঘোষিতপ্রণোদনা কিভাবে প্রকৃত চাহিদাসম্পন্ন লোকদের কাছে পৌঁছানো যেতে পারে সে ব্যাপারে নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার। একইসাথে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য মজুদের জন্য ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ ও হিমাগার এর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য জরুরি ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহন করা প্রয়োজন।

৮। সরকারি অনুদান তহবিলে রমজানের যাকাত সংগ্রহের উদ্যোগঃ

করোনা মোকাবেলায় নিম্ন আয়ের লোকদের সহযোগিতা প্রদানের জন্য সরকারি অনুদান তহবিলে রমজানের যাকাত প্রদানের জন্য সাধারণ জনগণকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারলে সরকারের পক্ষে আসন্ন এই সংকট মোকাবেলা করা সহজ হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগে ধর্মীয় নেতা, ইমাম সহ সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্ত করে এই উদ্যোগকে ফলপ্রসূ করা যেতে পারে।

৯। হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান ও ডেঙ্গু মোকাবেলার উদ্যোগ চলমান রাখাঃ

সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার রোধে বর্তমান সময়ে নগর-মহানগরসহ সারাদেশের হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার প্রভৃতির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দিকে বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া করোনা বিস্তার রোধে গৃহস্থালির আবর্জনা ও অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সে ব্যাপারে সজাগ থাকা প্রয়োজন। নগরাঞ্চলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে নিয়োজিত মানুষদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনা করে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিরক্ষা পোশাকের ব্যবস্থা করা দরকার।

করোনার পাশাপাশি ডেঙ্গু মোকাবেলার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বর্জ্য-ব্যবস্থাপনাসহ সরকারের নিয়মিত উদ্যোগসমূহে যেন ভাটা না পড়ে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

১০। করোনা পরীক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার বিকেন্দ্রীকরণঃ

করোনা পরীক্ষা করবার জন্য পর্যাপ্ত কীট ও গবেষণা করবার সরঞ্জাম পাওয়া সাপেক্ষে জেলা পর্যায়ে করোনা পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যেন সহজেই করোনা সনাক্তকরণ করা যায়। একইসাথে প্রতিটি জেলাতেই করোনা রোগীদের উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য অবকাঠামো নিশ্চিত করবার উদ্যোগ গ্রহন করা দরকার। একইসাথে জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে আইসিইউ, ভেন্টিলেটরসহ বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উপরন্তু স্বাস্থ্যসেবার উপর জনগণের আস্থা নিশ্চিত করতে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে প্রাথমিক পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। একইসাথে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে বেসরকারী হাসপাতালগুলোতে করোনা পরীক্ষা করা এবং করোনা সংক্রান্ত চিকিৎসার উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। বেসরকারী হাসপাতালসহ সকল হাসপাতালে যেন সাধারন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা চলমান থাকে সে ব্যাপারে যথাযথ নির্দেশনা ও নজরদারি প্রয়োজন।

১১। সরকারী সহযোগিতা ও ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতি রোধঃ

দেশের এই ক্রান্তিকালীন সময়ে সরকারী সহযোগিতা ও ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতি রোধে প্রয়োজনীয় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া দরকার, যেন অভাবগ্রস্ত পরিবারসমূহ সরকারি সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত না হয় এবং সরকারি অনুদানের ন্যায্য এবং সুষম বন্টন নিশ্চিত করা যায়।

১২।মানুষের আস্থা অর্জন ও সরকারের প্রতি আস্থা অটুট রাখতে স্বচ্ছ তথ্য প্রবাহ

বর্তমান বাস্তবতায় করোনা সংকট মোকাবেলায় মানুষের আস্থা অর্জন ও সরকারের প্রতি আস্থা অটুট রাখতে স্বচ্ছ তথ্য প্রবাহ প্রয়োজন। এ জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে করোনা সম্পর্কিত শক্তিশালী ডাটাবেজ থাকা প্রয়োজন; ডাটা বিশেষণ করে ম্যাপিং এর মাধ্যমে সরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে। একইসাথে সাধারণ জনগণ সরকারের মাধ্যমে করোনা সম্পর্কিত হাল-নাগাদকৃত সকল তথ্য-উপাত্ত জানতে পারবে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক দিকনির্দেশনা, সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রয়াস এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা বর্তমান দূর্যোগকে পেছনে ফেলে আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত যেতে পারব। বাংলাদেশে করোনা মোকাবেলায় ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, আইন শৃংখলা বাহিনী, সেবাসংস্থাসহ প্রশাসন ও সরকারের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর পক্ষ থেকে আন্তরিক দোয়া এবং গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

২৫ মে ২০২০

ওয়ার্ল্ড আরবান ফোরাম-১০ এ বি.আই.পি.'র অংশগ্রহন

গত ৮/০২/২০২০ থেকে ১৩/০২/২০২০ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবীতে ওয়ার্ল্ড আরবান ফোরাম এর দশম সেশন অনুষ্ঠিত হয়। ছয়দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সেশনে বিভিন্ন দেশের পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থাসহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা অংশগ্রহন করে। উক্ত সেশনে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মাদ খান সহ পরিকল্পনাবিদ ইসরাত জাহান (বোর্ড সদস্য, ন্যাশনাল এন্ড ইন্টারন্যাশনাল লিয়াজো), পরিকল্পনাবিদ মোঃ আসাদুজ্জামান (বোর্ড সদস্য, প্রফেশনাল এফেয়ার্স) এবং পরিকল্পনাবিদ তামজিদুল ইসলাম (বোর্ড সদস্য, একাডেমিক এফেয়ার্স) অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত ফোরামে আইসোকার্প এর প্রেসিডেন্ট জনাব মার্টিন ডুবলিং এর সাথে বি.আই.পি.'র সাধারন সম্পাদকসহ বোর্ড সদস্যদের সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং মতবিনিময় হয়। উক্ত আলোচনায় তিনি বি.আই.পি. এবং আইসোকার্প একসাথে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পরিকল্পনাবিদ তামজিদুল ইসলাম (বোর্ড সদস্য, একাডেমিক এফেয়ার্স) "নতুন নগর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন" শীর্ষক সেশনে নিউ আরবান এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের করনীয় বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

সদস্য সংবাদ

পরিকল্পনাবিদ নাজমুল হক রাসেল এর ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন

অভিনন্দন পরিকল্পনাবিদ নাজমুল হক

পরিকল্পনাবিদ নাজমুল হক ২০২০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি জার্মানির ট্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় এর 'Environment and Regional Science' ফ্যাকাল্টি থেকে তার পিএইচডি গবেষনা সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। 'Ecosystem services for sustainable human livelihood against climate change: An assessment of the southern wetlands of Bangladesh' শিরোনামে তার পিএইচডি প্রকল্পের মুল বিষয়বস্তু ছিল বাস্তুসংস্থান ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই গ্রামীন জীবন। ট্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Governance and Sustainability' বিষয়ের অধ্যাপক আন্টে ব্রুন্স এবং জার্মানির কোলন প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Land and Water Management' বিষয়ের অধ্যাপক লারস রিবের অধীনে তিনি তার পিএইচডি গবেষনা পরিচালনা করেন। তার গবেষণার অংশ হিসাবে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে সাফল্যের সাথে পাঁচটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

বর্তমানে তিনি কোলন প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন গবেষনা সহযোগী এবং প্রভাষক পদে কর্মরত আছেন। গ্রামীন টেকসই জীবনযাত্রা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিযোজন, বাস্তুসংস্থানিক সেবা এবং ভূ-স্থানিক প্রযুক্তি তার আগ্রহের এবং দক্ষতার প্রধান ক্ষেত্র। তিনি ২০০৫ সাথে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নগর ও গ্রামীন পরিকল্পনায় স্নাতক এবং ২০১০ সাথে হিউম্যান ইকোলোজি বিষয়ে বেলজিয়ামের ফ্রি ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

সূত্র: https://www.tt.th-koeln.de/blog/news/successful-defense-of-his-phd/?fbclid=IwAR3Q0FScs__A0gClFs5xyHRd2XVuPnk2R0BjAOaRH9R-FUzB7MimFahOlZM

পরিকল্পনাবিদ ফয়সাল কবির শুভর ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন

অভিনন্দন পরিকল্পনাবিদ ফয়সাল করির শুভ

পরিকল্পনাবিদ ফয়সাল কবির শুভ (এম-২২৭) সম্প্রতি ওলংগং বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারীভাবে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। তার থিসিস পর্যালোচকদের একজন বিশেষ প্রশংসা করেছেন। ফয়সাল কবির শুভর গবেষণায় অসম বন্টন সম্পর্কে স্পষ্ট ফোকাস রয়েছে সামাজিক ও সক্রিয় এজিং সম্পর্কিত শহুরে সবুজ জায়গার পরিমাণ এবং গুণমান। তার পিএইচডি থিসিসটির শিরোনাম হল "আরবান গ্রিন স্পেস (ইউজিএস) এর বৈশিষ্ট্যগুলি যা সামাজিক এবং সক্রিয় প্রচার করে তা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে কি আলাদা হয়? সিডনি, সিঙ্গাপুর এবং ঢাকার একটি তুলনা।

তিনি স্বাস্থ্য ও সমিতি স্কুলের একজন পপুলেশন ওয়েলবিয়িং অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট রিসার্চ ল্যাব (পাওয়ারল্যাব) -এর গবেষক। ফয়সাল এক অনন্য স্কেলে শহুরে সবুজ জায়গাগুলির মান নির্ধারণ করেন। তিনি ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থা পদ্ধতি (জিআইএস) এবং উন্নত পরিসংখ্যানের মডেলিং ব্যবহারে দক্ষ। তাঁর সামগ্রিক আগ্রহগুলি শহুরে সবুজ স্থান পরিকল্পনা, সক্রিয় বার্ধক্যের প্রচার এবং পরিবেশ সম্পর্কিত একটি বিপরীত আন্তর্জাতিক বিচার। বর্তমানে তিনি একটি শহুরে সবুজ স্থান এবং সক্রিয় বার্ধক্যের মধ্যে সংযোগের আন্তর্জাতিক তুলনা নিয়ে কাজ করছেন।

ফয়সাল বর্তমানে বাংলাদেশের ইনস্টিটিউট প্ল্যানার্স (বিআইপি) এর অর্থায়নে ঢাকায় একটি পৃথক গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করেছেন। এটিই প্রথম এমন গবেষণা যার মধ্যে সবুজ স্থান ব্যবহারের আচরণ এবং জনস্বাস্থ্যের দিকগুলির মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি অনুসন্ধান করছেন। ঢাকা মেগাসিটি হিসাবে বিকাশের সাথে সাথে সবুজ জায়গার ভাগ হারাচ্ছে। গবেষণা এবং পেশাদার নগর পরিকল্পনা উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। পিএইচডি করার আগে, তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সিঙ্গাপুরে একজন পরিবেশ বিজ্ঞান গবেষক হিসাবে কাজ করছেন।

এছাড়াও ফয়সাল ঢাকা মাস্টার প্ল্যান (২০১৬-৩৫) এর পরামর্শক দলের সদস্য হিসাবে কাজ করেছেন এবং ইস্টার্ন হাউজিং কোম্পানিতে ডেপুটি ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

পরিকল্পনাবিদ মোঃ শাহিনুর রহমানের ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন

অভিনন্দন পরিকল্পনাবিদ মোঃ শাহিনুর রহমান

পরিকল্পনাবিদ মোঃ শাহিনূর রহমান এই বছরের পিএইচডি শিক্ষার্থী পুরষ্কার গ্রহীতা। তার পড়াশুনায় দক্ষতা, পাণ্ডিত্যমূলক প্রকাশনাগুলির সুদীর্ঘ তথ্য এবং ভূতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের প্রতি তার প্রতিশ্রুতির জন্য জর্জ ম্যাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের (জিএমইউ), ভূগোল ও ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান (জিজিএস) পুরষ্কার কমিটি তাকে এই বছরের পিএইচডি শিক্ষার্থী পুরষ্কার প্রদান করে। তিনি বুয়েট-জাপান ইন্সটিটিউট অব ডিজাস্টার প্রিভেনশন এন্ড আরবান সেফটি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর সহকারী অধ্যাপক (ছুটিতে) ।

তাঁর গবেষণাটি মূলত প্রাকৃতিক দূর্যোগ মূল্যায়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা (যেমন- পানি, কৃষি এবং পরিবেশ), জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মূল্যায়ন এবং নগর গবেষণায়, রিমোট সেন্সিং (আরএস) এবং জিয়োগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) এর উপর আলোকপাত করে। তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধটি রিমোট সেন্সিং ভিত্তিক বন্যার ফসলের ক্ষয়ক্ষতির দ্রুত মূল্যায়নের উপর আলোকপাত করে। তিনি একই সাথে একাডেমিক এবং গবেষণা ক্ষেত্রে তার সামর্থ্য দেখান। তাঁর চমৎকার গবেষণা, লেখার দক্ষতা এবং ভূগোল ও ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের জ্ঞান, তাকে ১৪ টি পর্যালোচিত জার্নাল প্রকাশ করার সক্ষমতা অর্জন করিয়েছে, যেখানে সাতটিতেই তিনি প্রধান লেখক। এছাড়াও তিনি ২৩ টি পূর্নাঙ্গ কনফারেন্স প্রসেডিংস এবং দুটি প্রযুক্তিগত প্রতিবেদন-এ অবদান রেখেছেন, সেগুলোর মধ্যে তিনি সাতটি প্রসেডিংস-এর প্রধান লেখক। আটটি কনফারেন্সে সারাংশ উপস্থাপনাতেও তিনি অবদান রেখেছিলেন। উপরিউক্ত বিষয়গুলো সাহিত্য, গবেষণা এবং ভৌগোলিক ব্যবস্থা এবং ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়।

তিনি একজন স্ব-অনুপ্রাণিত, সহযোগী, অনুগত শিক্ষার্থী এবং একজন শিক্ষক। তাঁর ডক্টরাল অধ্যয়ন এর সময় সর্বাধিক প্রকাশনার সাথে সাথে বেশ কয়েকটি গুণ অর্জন করেছেন, যেমন সম্মান, পুরষ্কার এবং বন্ধুভাব । বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ লন্ডন (ইউসিএল)-এ অনুষ্ঠিত তুলনামূলক দৃশ্যানুযায়ী রোহিঙ্গা সংকট সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি একজন আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন, যে সময়ে বাংলাদেশ এবং এর বাইরে রোহিঙ্গা সঙ্কটের প্রভাব পড়েছিল। তিনি অ্যাগ্রো-জিওনফরম্যাটিকস ইয়ং সায়েন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৭ এবং জিআইএস ডে সেরা পোস্টার পুরষ্কার ২০১৮ পেয়েছিলেন। এছাড়াও, ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়েগোতে একটি সংক্ষিপ্ত কোর্সে অংশ নিতে ইউএনএভিসিও ফেলোশিপ প্রাপ্ত হন। সর্বদা একাডেমিক খ্যাতি ড. রহমানকে ২০১৯ সালে ইউনিভার্সিডাড অস্ট্রারাল ডি চিলির একটি শীতকালীন স্কুলে পড়ার জন্য ডিএএডির অনুদান দেওয়া হয়। তিনি জিএমইউ-তে সমস্ত কোর্সে ৪.০০ (এ বা এ+ গ্রেড) জিপিএ পেয়েছিলেন। তিনি পিএইচডি প্রবন্ধ এবং প্রতিরক্ষার জন্যও উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন।

পরিকল্পনাবিদ নাবিলা নুর টেক্সাসের সিটি অব অরলিংটনের পরিকল্পনাবিদ হিসেবে নিযুক্ত

অভিনন্দন পরিকল্পনাবিদ নাবিলা নূর

নাবিলা নূর, এআইসিপি বর্তমানে টেক্সাসের সিটি অব আর্লিংটনে প্রিন্সিপাল প্ল্যানার হিসাবে নিযুক্ত আছেন যেখানে তিনি পরিকল্পনার কার্য সম্পাদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য পরিকল্পনা কর্মীদের তদারকি করেন এবং পরিকল্পনা কার্যক্রমের জন্য প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সমন্বয়ক হিসাবে কাজ করেন। তার আগের পেশাগত অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে ফ্রিজ এবং নিকোলস, ইনক প্রজেক্টের পরিকল্পনাকারী এবং সহকারী প্রকল্প পরিচালক(আরবান প্ল্যানার IV) এবং বিএনএসএফ রেলওয়ের সিনিয়র প্রকল্প বিশেষক হিসাবে কাজ করা। তিনি ২০১৩ সালে আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব সার্টিফাইড প্ল্যানার্স (এআইসিপি) এর পেশাদার প্রশংসাপত্র অর্জন করেছিলেন। তিনি ২০১২ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং সিটি এবং আঞ্চলিক পরিকল্পনা থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ২০১৪ সালে আর্লিংটনের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে তিনি আরবান স্টাডিজের ইনস্টিটিউটে স্নাতক গবেষণা সহকারী (জিআরএ) হিসাবেও কাজ করেছিলেন।

নাবিলার লক্ষ্য তার কর্মজীবনকে নগর পরিকল্পনায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং সম্প্রদায়গুলিকে তাদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অসামান্য পরিকল্পনা পরিষেবা সরবরাহ করার মাধ্যমে তার যাত্রা অব্যাহত রাখা।

পরিকল্পনাবিদ এস. এম. লাবিব ডক্টরেট শিক্ষার্থী

অভিনন্দন পরিকল্পনাবিদ এস. এম. লাবিব

এস এম লাবিব ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটিতে (ইউওএম) পিএইচডি শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী (২০১৭-২০২০)। লাবিবের একাধিক শাখার একাডেমিক পটভূমিতে বিশেষত ভূগোল, নগর পরিকল্পনা এবং পরিবেশ বিজ্ঞান রয়েছে। তিনি ২০১৭ সালে ইওএম থেকে ভৌগলিক তথ্য বিজ্ঞানে এমএসসি পাস করেছেন। এর আগে, তিনি টেকসই নগর পরিবহন পরিকল্পনায় বিশেষীকরণের সাথে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন। পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কিত তাঁর পিএইচডি গবেষণা, লাবিব উদ্ভাবনী ভূ-স্থান সংক্রান্ত পদ্ধতি, বিগ-স্পেসিয়াল ডেটা এবং ডেটা বিজ্ঞানের পদ্ধতির ব্যবহার করে নগর সবুজ জায়গার এক্সপোজারকে মডেল করার জন্য নতুন পদ্ধতির বিকাশ করছে। লাবিব তার গবেষণা কর্মজীবন অব্যাহত রাখবেন এবং ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা সহযোগী হিসাবে যোগ দেবেন। যেখানে বহুমুখী, বহু বিশ্ববিদ্যালয় (যেমন, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন, আরএমআইটি) প্রকল্পের গবেষণায় অংশ নেবে তার সক্রিয় পরিবহন এবং নির্মিত পরিবেশের স্বাস্থ্য প্রভাব। দীর্ঘমেয়াদে, লাবিব পরিবেশের মহামারী, এবং শহরগুলিতে বাসযোগ্যতা এবং স্থায়িত্বের উন্নতির জন্য নগর পরিবেশ পরিকল্পনা হিসাবে নিজেকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় একাডেমিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

পরিকল্পনাবিদ মোঃ সরফরাজ গণি আদনান ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন

অভিনন্দন পরিকল্পনাবিদ মোঃ সারফরাজ গণি আদনান

মোঃ সরফরাজ গণি আদনান চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট), বাংলাদেশের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। আদনান ভূগোল ও পরিবেশের বিষয়ে ডক্টর অব ফিলোসফি (ডিফিল) ডিগ্রি অর্জন করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, যেখানে তিনি কমনওয়েলথ স্কলার হিসাবে পড়াশুনা করেছিলেন। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, প্রাকৃতিক ঝুঁকি মডেলিং, দুর্বলতা এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন, স্থানিক মডেলিং এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা আগ্রহ রয়েছে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে।

তিনি ২০০৯ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা (বিইউআরপি)স্নাতক এবং ইরাসমাস মুন্ডাস হিসাবে ২০১৪ সালে জার্মানির টেকনিশে ইউনিভার্সিটি ডার্মস্ট্যাডট (টিইউডি) থেকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং নগর উন্নয়নে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তাঁর শিক্ষাজীবনকালে তাকে বেশ কয়েকটি বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল। আদনান গবেষণা এবং একাডেমিয়ায় তার ক্যারিয়ার অব্যাহত রাখার লক্ষ্য রাখে, যেখানে তিনি ইতিমধ্যে ১০ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত করেছেন।

পরিকল্পনাবিদ শুভঙ্কর শুশময় রয় যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর করছেন

অভিনন্দন পরিকল্পনাবিদ শুভঙ্কর শুশময় রয়

শুভাঙ্কর শুশময় রয়, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের আরবান-চ্যাম্পেইন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়েস থেকে আরবান প্ল্যানিংয়ে মাস্টার্স করছেন। তাঁর মাস্টার্স অনুসরণ করতে ফুলব্রাইট ফরেন স্টুডেন্ট প্রোগ্রাম, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয় ব্যুরো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের দ্বারা পরিচালিত ফুলব্রাইট অনুদান পেয়েছেন। স্নাতকের প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার আগে তিনি রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) -এ সহকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করেছিলেন। তার আগের পেশাদার অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে ইনোভেশনস ফর প্রভার্টি অ্যাকশন, বাংলাদেশ অফিসের ফিল্ড ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা।

তিনি ২০১২ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং ২০১৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

শুশময়ের লক্ষ্য ঢাকা কে একটি পরিকল্পিত, টেকসই, স্থিতিশীল এবং ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের জন্য রাজউকের সহকারী অনুমোদন অফিসার হিসাবে তার চাকুরী পুনরায় চালু করা।

বি.আই.পি. শোক সংবাদ

জ্যেষ্ঠ পরিকল্পনাবিদ জনাব নুরুল আলম (এফ-০৪০)

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য এবং জ্যেষ্ঠ পরিকল্পনাবিদ জনাব নুরুল আলম (এফ-০৪০) গত ১২ ফেব্রুয়ারী সকাল ০৯.০০ টায় ঢাকাস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন)। বি.আই.পি. পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

পরিকল্পনাবিদ বিশ্বাস শাহাদাত হোসেন (এম-১১২৭)

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সদস্য পরিকল্পনাবিদ বিশ্বাস শাহাদাত হোসেন (এম-১১২৭) বিগত ১৯ মার্চ ২০২০, বৃহস্পতিবার, রাত ০৩.৩০ টায় ঢাকাস্থ হলি-ফ্যামিলি হাসপাতালে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত কারণে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন)।

কর্মজীবনে তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলীর পদে দায়িত্বে ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্থানীয় সরকাল প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত একটি প্রকল্পের পরামর্শক হিসেবে ফরিদপুর জেলায় কর্মরত ছিলেন।

মরহুমের প্রথম জানাজা নামায ১৯ মার্চ ২০২০ তারিখে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বিতীয় জানাজা নামায মরহুমের নিজ জেলা সাতক্ষীরার তালা উপজেলার বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

বি.আই.পি. পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

পরিকল্পনাবিদ ড. তৌফিক এম. সেরাজ (১৯৫৬ - ২০১৯)

পরিকল্পনাবিদ ড. তৌফিক এম. সেরাজ জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৬ সালে। পিতা মোঃ সেরাজ উদ্দিন ছিলেন বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক এবং মাতা ফাতেমা খাতুন ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপিকা। ভাই ড. সালেক এম. সেরাজ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর পুরকৌশল বিভাগের সাবেক অধ্যাপক এবং বোন সাইদা নাজনীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী।

সহধর্মিনী ড. জেবা সেরাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক। বড় মেয়ে ড. সামিয়া সেরাজ যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস থেকে পি এইচ ডি সম্পন্ন করে বর্তমানে শেলটেক এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ছোট মেয়ে সারা সেরাজ বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস এ পিএইচডি গবেষণারত।

ড. তৌফিক এম. সেরাজ তার শিক্ষাজীবন শেষ করেছেন অত্যন্ত সফলতার সাথে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রী অর্জনের পর মাস্টার্স করেন নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনায়। পরবর্তীতে, যুক্তরাজ্যের লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিক ডিজাইনের উপর পি এইচ ডিগ্রী অর্জন করেন। দেশের বাইরে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেও ড. সেরাজ সর্বদা দেশ নিয়েই ভাবতেন। ফলশ্রুতিতে দেশে ফিরে বুয়েটের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগে শিক্ষকতায় যোগদান করেন।

ড. তৌফিক এম. সেরাজ ১৯৮৮ সালে দেশের আবাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং ঢাকার বাসস্থান সরবরাহে নতুনত্ব আনার পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন শেলটেক (প্রাঃ) লিঃ। শুধু বাসস্থান সরবরাহই নয়, গৃহায়ন শিল্পের বিকাশে ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন রিয়েল এস্টেট এন্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)। পরপর তিন মেয়াদে ২০০০ সাল থেকে ২০০৬ পর্যন্ত মোট ছয় বছর সভাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন রিহ্যাবের। এ সময়ে অ্যাপার্টমেন্টে বসবাসে ঢাকাবাসীকে আগ্রহী করে তুলতে অসামান্য অবদান রেখেছেন ড. তৌফিক এম. সেরাজ।

পরিকল্পিত ঢাকা গড়তে ড. সেরাজ সর্বদাই ভুমিকা রেখেছেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সভাপতি হিসেবে পরিকল্পনা পেশাকে এগিয়ে নিয়েছেন সামনের দিকে। ঢাকার ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ)-এর টিম লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঢাকার বর্তমান মহাপরিকল্পনা প্রণয়নেও শেলটেক-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে।

ভূমিকম্প, অগ্নিনিরাপত্তা, গ্রামীন বসতি, নির্মাণ শিল্পে নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে জন সচেতনতা বৃদ্ধিতে ড. সেরাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান ফোরাম ফর ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট। এছাড়াও বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা, মতবিনিময়, সংবাদ সম্মেলন, কর্মশালার মাধ্যেমে উলেখিত বিষয়সমূহে নিজের গবেষণা এবং মূল্যবান মতামত তুলে ধরেছেন সবার সামনে।

চিন্তাশক্তি ও বিচক্ষণতা কিভাবে কোন একটি কঠিন কাজকে সহজে করে দিতে পারে সেটিই করে দেখিয়েছেন ড. সেরাজ। সব সময় আরো ভাল কিছু করার এবং এগিয়ে চলার প্রবণতা অনুপ্রেরনা যুগিয়েছে তার সাথে কাজ করা প্রতিটি মানুষকে। ড. তৌফিক এম. সেরাজ একজন প্রকৌশলী-পরিকল্পনাবিদ, ব্যবসায়ী, উদ্ভাবক এবং গবেষক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এত কিছুর বাইরেও তিনি তার চারপাশের প্রতিটি মানুষের সাথে আন্তরিক যোগাযোগ রক্ষা করছেন। আবাসন খাত, ঢাকা শহরে সর্বোপরি এ দেশ নিয়ে তার সময়োপযোগী চিন্তাভাবনা তাকে একজন অনুকরণীয় মানুষ হিসেবে সকলের নিকট সুপরিচিত করেছে। তিনি ২১ জুন ২০১৯ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স, বি.আই.পি.'র সাবেক এই সভাপতি পরিকল্পনাবিদ ড. তৌফিক এম. সেরাজ কে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে এবং তাঁর আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করছে।

ভিতরগড় দূর্গ- পরিকল্পিত নগরীর প্রতিচ্ছবি

মৌলিক পরিকল্পনায় একটি নগরের পরিষেবার সাথে সাথে নগরের মানুষের বাসযোগ্যতা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের যোগান এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জড়িত থাকে।

পরিকল্পিতভাবে নগর গড়ে তোলার প্রবণতা আজ থেকে হাজার বছর আগেও ছিলো। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো থেকে শুরু করে যত পরিকল্পিত নগরী যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠেছে তার সবগুলাই ছিলো বড় কোন নদীর অববাহিকতাকে কেন্দ্র করে। একটি নদী একটি নগরের পানির জোগান, পরিবহণ ব্যবস্থা ও নিষ্কাশন সরবারহের প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ঠিক সেরকমই একটা পরিকল্পিত নগরী ছিলো ভিতরগড়।

ভিতরগড় পঞ্চগড় জেলার সদূরে ১৬ কি. মি. দূরে উত্তর-পূর্বে সদর উপজেলার অমরখানা ইউনিয়নের ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত একটি প্রাচীন দূর্গ। প্রাচীরে ঘেরা প্রায় ২৫ বর্গকিলোমিটার জায়গাজুড়ে সুবিশাল এই দূর্গনগর ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত।

বাংলার ইতিহাসে পৃথু রাজা কিংবা তার রাজ্য ভিতরগড় সম্বন্ধে খুব কমই উলেখ রয়েছে। ষোলো শতকে সম্ভবত ভিতরগড় ছিল কামতা-কোচ রাজ্যের অংশ যা বিশ্বসিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এর পূর্বে ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে হোসেন শাহ কর্তৃক কামরূপ রাজ্য অধিকৃত হলে সম্ভবত এ অঞ্চল সুলতানী বাংলার অন্তর্গত হয়। আরও পূর্বে ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মুঘিসউদ্দীন কর্তৃক কামরূপ অভিযানের সময়ে এ অঞ্চল বোড়ো, কোচ ও মেচ গোষ্ঠীর বারো ভূঁইয়াদের শাসনের অন্তর্গত ছিল। বানগড় স্তম্ভলিপি ও ইরদা তাম্রলিপিতে বর্ণিত দশম শতকে আগত কম্বোজগণ যখন স্বল্প সময়ের জন্য গৌড়ে রাজত্ব করেন তখন সম্ভবত ভিতরগড় তাদের রাজত্বের অংশ ছিল। আর চার শতকের পূর্বে ভিতরগড় ছিল সম্ভবত প্রাগয্যোতিশপুরের অংশ।

স্থানীয় জনশ্রুতি মতে, ভিতরগড় ছিল পৃথু রাজার রাজধানী। স্থানীয় আধিবাসীদের নিকট তিনি মহারাজা হিসাবে পরিচিত। ১৮০৯ সালে ফ্রান্সিস বুকানন ভিতরগড় জরিপ করেন। তাঁর মতে, পৃথু রাজার রাজত্ব তৎকালীন বৈকণ্ঠপুর পরগণার অর্ধেক ও বোদা চাকলার অর্ধেক অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। ছয় শতকের শেষদিকে এক পৃথুরাজা কামরূপে পরাজিত হয়ে ভিতরগড়ে রাজ্য স্থাপন করেন। আবার তেরো শতকের কামরূপের ইতিহাসে এক রাজার নাম পৃথু। কেউ কেউ মনে করেন পৃথু রাজা ও রাজা তৃতীয় জল্পেশ অভিন্ন ব্যক্তি এবং আনুমানিক প্রথম শতকে তিনি ভিতরগড়ে রাজধানী স্থাপন করে এ অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন। আবার অনেকে জলপাইগুড়ির জল্পেশে নয় শতকে নির্মিত শিব মন্দিরের নির্মাতা জল্পেশ্বর বা রাজা তৃতীয় জল্পেশকে নয় শতকের শাসক মনে করেন। বুকানন ভিতরগড় জরিপকালে একজন স্থানীয় বৃদ্ধের নিকট হতে জানতে পারেন যে, ধর্মপালের রাজত্বের আগে পৃথুরাজা এ অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন। কোটালীপাড়ায় প্রাপ্ত স্বর্ণমুদ্রা হতে জানা যায় আরেক জন রাজার নাম পৃথুবালা। এই পৃথুবালা সম্ভবত সাত শতকের শেষার্ধে অথবা আট শতকের শুরুতেই সমতটের শাসক ছিলেন। অপর একটি সুত্র অনুযায়ী নয় বা দশ শতকে কম্বোজ বা তিববতীয়গণের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য পালবংশীয় রাজাগণ ভিতরগড় দূর্গটি নির্মাণ করেন।

ভিতরগড় দূর্গ শহরটিতে সার্বভৌম প্রশাসন ছিল। গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য রুটে নির্মিত এই দূর্গের শহরটির তিব্বত, ভুটান এবং চীনের পাশাপাশি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, সিকিম এবং ভারতের পুনধবর্ধনের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ছিলো নৌপথ ও স্থলপথ। বানিজ্যের সাথে সাথে সংস্কৃতিতেও সমৃদ্ধ ছিলো এই দূর্গনগরী। দুর্গটি এখন দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহ পত্নতত্ত্ব।

ভিতরগড়ের অবস্থান ছিলো গুরুত্বপূর্ণ সমতল ভূমিতে যার পূর্ব পাশে প্রায় ১২ কি. মি. দূরেই ছিলো তিস্তা নদী এবং পশ্চিমে প্রায় ৯ কি. মি. দূরেই ছিলো করতোয়া নদী। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজ্যের ও বিস্তৃতি প্রসার হতে থাকে। পুরো দূর্গ শহরটি দুটি আয়তক্ষেত্রাকার প্রাচীর দ্বারা অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের প্রাচীর বা দূর্গ দ্বারা সজ্জিত।

দূর্গনগরীর চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত দূর্গ দূর্গনগরীর মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সহ সবসময় বন্যামুক্ত রাখার বিষয়টা নিশ্চিত করে। পানির ব্যবস্থা স্বরুপ চারটি বেষ্টনীর চারিদিকে ছিলো পরিখা। বেষ্টনীর চারিদিকের ছোট বড় ১০টা প্রাচীন পরিখা আছে যেটা একটা পরিষ্কার বার্তা দেয় সেই হাজার হাজার বছর আগেও অত্যান্ত সুদক্ষভাবে পানির ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ রয়েছিলো। পানি সংরক্ষণের জন্য পরিখা তে পাথর নির্মিত বাঁধ ছিলো। পাথরঘাটা বাঁধ তার মধ্যে অন্যতম যেটা প্রমাণ করে হাজার বছর আগেও পানি সংরক্ষনের জন্য কিভাবে পাথরে গর্ত করা হয়েছে ও ইন্টালগিং এর মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। স্থানীয় মানুষের দ্বারা পাথর তুলে বিক্রি করে করার দরুন পাথর ঘাটা বাঁধ এর অস্তিত্ব আর নেই বললেই চলে। এছাড়াও ভিতরগড়ে ছিলো চাষাবাদের জন্য সেচব্যবস্থা যেটা প্রমাণ করে স্বনির্ভর একটি নগরীর যেখানে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা ছিলো।

পঞ্চগড়ের ভিতরগড় দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা। ২০০৮ সালে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অনুমতি নিয়ে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের (ইউল্যাব) অধ্যাপক ড. শাহনাজ হুসনে জাহান নিজ উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আনুমানিক ১৪০০ বছরের প্রাচীন এই দূর্গনগর গবেষণা ও খননকাজ শুরু করেন।

২০০৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ভিতরগড়ে সুপরিকল্পিত প্রত্নতাত্তিক সমীক্ষা, উৎখনন ও গবেষণা পরিচালনা করে এখানে ইট ও মাটি দ্বারা নির্মিত ৪টি বেষ্টনী (একটি অপরটির ভিতর অবস্থিত), বেষ্টনীসমূহ পরিবেষ্টিত পরিখা এবং৬ থেকে ১২ শতকের মধ্যে নির্মিত ৮টি প্রাচীন স্থাপনার ভিত্তি কাঠামো আবিস্কৃত হয়।

প্রত্নতত্ত্ববিদ ড. শাহনাজ হুসনে জাহান লীনা এর বক্তব্য অনুয়ায়ী, নির্মাণ পদ্ধতি দেখে এগুলোকে গুপ্ত যুগের পরে সপ্তম শতক বা ১৪ শ বছর আগের তৈরি বলে অনুমান করা যায়। এছাড়া এসব স্থাপনা বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের বলেও ধারণা করা হয়। ২০১১ সালে পূরাকীর্তি সংরক্ষণ আইনের আওতায় মধ্যযুগের এই দূর্গনগরীর ঢিবি, বেষ্টনী দেয়াল, মোড়েল রাজার গড়, মোহনা ভিটাসহ বিস্তীর্ন এলাকা সংরক্ষিত স্থান ঘোষণা করা হয়।

এই দূর্গনগরীতে দেড় হাজার বছরের ধুলোমাটির আস্তর জমেছে বলে প্রত্নতত্ত্ববিদদরা ধারণা করেন।

তথ্যসূত্রঃ
১.http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%A1%E0%A6%BC
২. https://travelnews.com.bd/durgo-nogori-vitorgor/
৩. https://www.bd-pratidin.com/last-page/2016/04/20/139576

বি.আই.পি.'র ১৪ তম কার্যনির্বাহী পরিষদ পরিচিতি

পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. মোঃ আকতার মাহমুদ
প্রেসিডেন্ট

পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম
ভাইস প্রেসিডেন্ট - ১

পরিকল্পনাবিদ ড. চৌধুরী মোঃ যাবের সাদেক
ভাইস প্রেসিডেন্ট - ২

পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান
সাধারণ সম্পাদক

পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ রাসেল কবির
যুগ্ম সম্পাদক

পরিকল্পনাবিদ তৌফিকুল আলম
কোষাধ্যক্ষ

পরিকল্পনাবিদ মোঃ আসাদুজ্জামান
বোর্ড সদস্য (প্রফেশনাল এফেয়ার্স)

পরিকল্পনাবিদ তামজিদুল ইসলাম
বোর্ড মেম্বার (একাডেমিক এফেয়ার্স)

পরিকল্পনাবিদ মোঃ রেজাউর রহমান
বোর্ড সদস্য (রিসার্চ ও পাবলিকেশন)

পরিকল্পনাবিদ ইসরাত জাহান
বোর্ড মেম্বার (ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল লিয়াঁজো)

পরিকল্পনাবিদ কাজী সালমান হোসেন
বোর্ড সদস্য (মেম্বারশীপ এফেয়ার্স)

পরিকল্পনাবিদ জেরিনা হোসেন
সভাপতি (চট্টগ্রাম লোকাল চ্যাপ্টার)

পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আশরাফুল আলম
সভাপতি (খুলনা লোকাল চ্যাপ্টার)

পরিকল্পনাবিদ আজমেরী আশরাফী
সভাপতি (রাজশাহী লোকাল চ্যাপ্টার)

গণমাধ্যমে বি.আই.পি. সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সংবাদ সমূহ

তারিখ	বিষয়	লিংক
০৫ জানুয়ারি ২০২০	ক্রমান্বয়ে ঢাকা শহরের সবুজ এলাকা ও জলাশয়গুলো কংক্রিটের আচ্ছাদনে ঘিরে যাচ্ছে	http://www.arrongo.com
০৫ জানুয়ারি ২০২০	ঢাকার ৮২% এলাকাই ঢাকা কংক্রিটে আচ্ছাদিত: বিআইপি	bdnews24.com
০৫ জানুয়ারি ২০২০	বসবাসের অযোগ্য ঢাকা	Jamuna TV
০৫ জানুয়ারি ২০২০	বিআইপির গবেষণা প্রতিবেদন রাজধানীতে খোলা জায়গা ৫ শতাংশেরও কম	bonikbarta.net
০৫ জানুয়ারি ২০২০	বিআইপির গবেষণা প্রতিবেদন অপরিকল্পিত নগরায়ণের কবলে ঢাকা	www.bd-pratidin.com
০৫ জানুয়ারি ২০২০	বিআইপির গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন: ঢাকার ৮২ শতাংশ এলাকা কংক্রিটে আবৃত	www.jugantor.com
০৫ জানুয়ারি ২০২০	রাজধানী ঢাকার ৮২ ভাগ এলাকা কংক্রিটে আবৃত	www.dailysangram.com
০৫ জানুয়ারি ২০২০	ঢাকা শহরের অপরিকল্পিত উন্নয়ন গত ২০ বছরে৬৭% খোলা জায়গা, ৭০% জলাভূমি হারিয়ে গিয়েছে	www.newagebd.net
২৪ জানুয়ারি ২০২০	সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের অফিসগুলোকে পূর্ণাঙ্গ ওয়ার্ড কমপ্লেক্স বা সেবা সেন্টার করার প্রস্তাব বিআইপির	nagardarpan.com
২৪ জানুয়ারি ২০২০	ওয়ার্ড উন্নয়ন পরিকল্পনায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতের দাবি	www.jagonews24.com
২৪ জানুয়ারি ২০২০	কাউন্সিলর অফিসগুলোকে পূর্ণাঙ্গ ওয়ার্ড কমপেক্স করার দাবি	www.banglatribune.com
২৪ জানুয়ারি ২০২০	বিআইপি'র নাগরিক ইশতেহার কাউন্সিলর অফিস জনসেবার কেন্দ্রবিন্দু করতে হবে	www.jugantor.com
২৪ জানুয়ারি ২০২০	ওয়ার্ড থেকেই চালাতে হবে সব সেবামুলক কার্যক্রম	প্রথম আলো
২৪ জানুয়ারি ২০২০	কাউন্সিলরদের উন্নয়ন কর্মকান্ডের কেন্দ্রে রাখতে হবে : বিআইপি	www.bd-pratidin.com
২৪ জানুয়ারি ২০২০	সব অঞ্চলে নাগরিক পরিষেবা গড়ে তোলার পরামর্শ নগর পরিকল্পনাবিদদের	http://www.mzamin.com
২৪ জানুয়ারি ২০২০	ওয়ার্ডভিত্তিক বাজেট চান নগর পরিকল্পনাবিদরা	www.kalerkantho.com

গণমাধ্যমে বি.আই.পি. সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সংবাদ সমূহ

তারিখ	বিষয়	লিংক
২৪ মার্চ ২০২০	করোনাসহ সংক্রামণ ব্যাধি প্রতিরোধে বি.আই.পি'র ১০টি সুপারিশ	durbinnews24.com
২৪ মার্চ ২০২০	সংক্রামক ব্যাধি মোকাবিলায় বিআইপি'র সুপারিশ	www.banglatribune.com
২৪ মার্চ ২০২০	করোনা মোকাবেলায় বিআইপির ১০ দফা সুপারিশ	www.dailyjanakantha.com
২৪ মার্চ ২০২০	করোনা মোকাবেলায় বিআইপির ১০ পরামর্শ	www.jugantor.com
০৮ এপ্রিল ২০২০	করোনায় নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য ৮ হাজার কোটি টাকার অনুদান প্রয়োজনঃ বিআইপি	durbinnews24.com
০৮ এপ্রিল ২০২০	নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ৮ হাজার কোটি টাকার অনুদানের সুপারিশ	www.jagonews24.com
০৯ এপ্রিল ২০২০	'সামাজিক সুরক্ষায় ৮ হাজার কোটি টাকা অনুদান প্রয়োজন'	barta24.com
০৯ এপ্রিল ২০২০	৮০০০ কোটি টাকার সামাজিক সুরক্ষা প্রয়োজন: বিআইপি	bdnews24.com
২৬ এপ্রিল ২০২০	শিল্প-কারখানা তড়িঘড়ি করে খোলবারসিদ্ধান্ত শ্রমিক ও জনগণের জনস্বাস্থ্যগত বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারেঃ বি.আই.পি.	durbinnews24.com
২৬ এপ্রিল ২০২০	শিল্প-কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে: বিআইপি	www.banglatribune.com
২৬ এপ্রিল ২০২০	'তড়িঘড়ি শিল্প-কারখানা খোলার সিদ্ধান্ড় বিপর্যয় আনতে পারে'	somoynews.tv
২৬ এপ্রিল ২০২০	তড়িঘড়ি করে খোলার সিদ্ধান্তে ঝুঁকি বাড়তে পারে : বিআইপি	www.jagonews24.com
২৮ এপ্রিল ২০২০	সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা দিতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্যানার্স এর বার্তা	http://www.voicebd24.com
২৮ এপ্রিল ২০২০	শিল্প-কারখানা চালু এবং জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষার মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত প্রসঙ্গে বিআইপি	http://bartaprobah.net
১৯ মে ২০২০	'নগরের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশকে গুরুত্ব দিতে হবে'	https://samakal.com

বি.আই.পি.
নিউজলেটার

প্ল্যানার্স টাওয়ার (লেভেল-৭)
১৩/এ বীর উত্তম সি আর দত্ত (সোনারগাঁও) রোড
বাংলামটর, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

জিপিও বক্সঃ ৩৭৯৩
ফোনঃ +৮৮০ ২ ৯৬৬৭৬৫৩, ৯৬৬৫২২৩
মোবাইলঃ +৮৮০ ১৮৬২ ২৬৭৬২৪
ফ্যাক্সঃ +৮৮০ ২ ৯৬৬৫২২৩
ই-মেইলঃ bipinfo@bip.org.bd
ওয়েবঃ www.bip.org.bd
সেসাইটি নিবন্ধন নংঃ S-542(13)75
facebook.com/bipinfo

মুদ্রণঃ স্কাইলার্ক প্রিন্টার্স, ঢাকা
ফোনঃ ০২ ৯৬৬৯০৯২, ০১৭০৭২৮২৩৯৫

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)